ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ)-এর প্রতি অপবাদের জবাব

মূল : অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ
অনুবাদক : কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:)'র প্রতি অপবাদের জবাব

মূল
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাসউদ আহমদ

অনুবাদক
কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

প্রকাশক
মোমেনা খাতুন

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে ১৮ই এপ্রিল'৯৭ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ : উরশ শতবার্ষিকী উপলক্ষে অক্টোবর ২০১৮ ইং

ডিজাইন
মুহাম্মদ মাহাদী হাসান তুহিন
মোবাইল: ০১৮ ২৫৩৩ ৯৪৯৪

মুদ্রণ
জয়নাব প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস
২০৩/২, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
ফোন: ০১৭১১১৭৬৭২৩
E-mail: joynabpress@gmail.com

হাদিয়া : ৮০.০০ টাকা

Bengali translation of the late Pakistani professor Dr. Masud Ahmad's booklet "Baseless Blame". Translator: Kazi Saifuddin Hossain, Bangladesh.

উৎসর্গ

৭৮৬/৯২

আমার পীর ও মুরশীদ হযরতুল আল্লামা শাহ সূফী
সৈয়দ আবু জাফর মুহাম্মদ সেহাবউদ্দীন খালেদ
আল কাদেরী আল চিশতী (রহ:)
সাহেব কেবলার পুণ্য স্মৃতিতে...

RE PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
REDUCED TO [20MB TO 6MB]
SunniPedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com

RE PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
REDUCED TO [20MB TO 6MB]
SunniPedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com

বঙ্গানুবাদকের আরয

দীর্ঘ ২১ বছর পর 'ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:)-এর প্রতি অপবাদের জবাব' বইটি আবার প্রকাশ করতে পেরে পরম করুণাময়ের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। এই সময়কালের মধ্যে পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে যখন এ বইটি আমরা প্রকাশ করেছিলাম, তখন এ দেশে ইমাম আহমদ রেযা (রহ:) তেমন একটা পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু এখন অসংখ্য মানুষ তাঁর নাম-ডাক সম্পর্কে জানেন। এতে তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর অপপ্রচারও বেড়ে গেছে। এসবের মধ্যে অন্যতম কুৎসা হচ্ছে তিনি বৃটিশের দালাল ছিলেন। অথচ তাদের উপস্থাপিত অপযুক্তির যথাযথ জবাব ইমাম আহমদ রেযা (রহ:)'র এ দেশীয় অনুসারীদের কাছে নেই। সৌভাগ্যবশতঃ পাকিস্তানের মরহুম অধ্যাপক ডঃ মাসউদ আহমদ সাহেব ইতিহাস ঘেঁটে সত্য উদঘাটন করেছেন এবং তা লিপিবদ্ধও করেছেন 'গুনাহে বে-গুনাহী' শীর্ষক পুস্তকে। আমরা সেটার অনুবাদ এখানে পেশ করছি।

পরিতাপের বিষয় হলো, 'মসলকে আলা হযরত' বলে মুখে ফেনা তুলে এক শ্রেণির অতি ভক্ত ইমাম আহমদ রেযা (রহ:)'র ফতোয়াগুলোর অপব্যবহার করছেন। তারা বিভিন্ন মাসআলায় অন্যান্য ইমাম/মাশায়েখবৃন্দের তরীকৃত সম্পর্কে নিজেদের ওয়ায মাহফিল ও প্রকাশনাগুলোতে ঠেস মেরে কথা বলছেন এবং হেয় প্রতিপন্ন করছেন। এতে সুন্নীদের মাঝে বিভেদ/ফিতনা সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ বাতিলপন্থীরা যখন ইমাম আহমদ রেযা (রহ:)'কে 'বৃটিশের দালাল' বলে অপবাদ দিচ্ছে, তখন কিন্তু ওই অতি ভক্তরা একদম চুপ হয়ে যাচ্ছেন; স্রেফ গালি দিয়ে গা বাঁচাচ্ছেন! তারা ইতিহাসের জ্ঞানে গণ্ডমূর্খ হওয়ায় কোনো জবাব দিতে পারছেন না। আমরা এ ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণের বিরোধিতা করছি। প্রিয়নবী (দ:) এরশাদ করেছেন, اختلاف امتي رحمة "আমার উম্মতের (উলামার মধ্যকার) মতপার্থক্য আল্লাহর রহমত (-স্বরূপ)।" বস্তুতঃ ইমাম আহমদ রেযা (রহ:)'র কিছু ফতোয়া বড় বড় ইমামমণ্ডলী (রহ:)'র রায়ের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছে (যেমন ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহে আলাইহে'র 'এহইয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ সেমা'-সংক্রান্ত রায়ের সাথে ইমাম আহমদ রেযা'র মতপার্থক্য)। অপরাপর ইমামমণ্ডলী এবং

তাঁদের অনুসারীদেরকে তো এর জন্যে গালমন্দ করা যায় না। বাতেলের আক্রমণ থেকে ইমাম আহমদ রেযা (রহ:)'র পক্ষ সমর্থন করতে না পারলেও সুন্নী অপরাপর ইমামবৃন্দের (রহ:) রায়কে হেয় করতে এই সব অতি ভক্ত লোক মোটেও পিছপা নন। খলীফা মনসূর একবার ইমাম মালেক (রহ:)'কে বলেন যে তিনি হযরত ইমাম (রহ:)'এর মালেকী মাযহাবকে সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেবেন এবং অন্যান্য মাযহাবের অনুশীলন বন্ধ করে দেবেন। ইমাম মালেক (রহ:) উত্তরে তাঁকে তা করতে বারণ করেন এবং ওপরোক্ত হাদীসটির অনুকূলে বক্তব্য দেন। তিনি খলীফা মনসূরকে এবং তাঁর মতো অত্যুৎসাহী ভক্তদেরকে শিক্ষা দেন যেনো কোনো ইমামের প্রতি ভক্তি দেখাতে গিয়ে অন্যান্য ইমামবৃন্দের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করা হয়। অতএব, আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে ওই সব বাড়াবাড়ি হতে, যা দ্বারা অন্যান্য ইমামের পথকে খাটো করা হয়। বিশেষ করে, আমরা সন্দেহ করছি ইমাম আহমদ রেযা (রহ:)'র মসলকের প্রতি অতি ভক্তি দেখিয়ে সাবোটাজ করার অপচেষ্টা হচ্ছে। কেননা এভাবে তাঁর মসলকের প্রতি মুসলমান সমাজ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বেন। এটা এ দেশেই বেশি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, ভারত বা পাকিস্তানে নয়।

মুসলমান সাধারণ যেহেতু অন্যান্য সুন্নী ইমামের মসলক/তরীকৃত অনুসরণ করেন, সেহেতু ইমাম আহমদ রেযা (রহ:)'র অনেক ফতোয়ার সাথে তাঁদের মতপার্থক্য বিদ্যমান। যে বিষয়টিতে আমরা মুসলমান সমাজ ঐকমত্য পোষণ করি, তা হলো আক্বীদা-বিশ্বাসগত। আরেক কথায়, বেয়াদবদের দ্বারা শানে রেসালাত (দ:)'এর হেয়করণ ও অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে ইমাম আহমদ রেযা (রহ:)'র কঠোর অবস্থানকে আমরা সমর্থন করি। কিন্তু তাঁর অতি ভক্ত ওই লোকেরা তাঁকে বাতেলদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেও পারেনি। আমরা অন্য ইমামের পথ ও মতের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এই মহৎ কাজে ব্রত হয়েছি। আমরা আশা করবো, নিজেদের এই ব্যর্থতা দর্শনে অন্ততঃ লজ্জায় হলেও অতিভক্তরা আগামীতে ফিতনা সৃষ্টি করা হতে নিবৃত্ত হবেন; আর রাসূলুল্লাহ (দ:)'এর ইশারাকৃত উলামায়ে কেরামের মধ্যকার মতপার্থক্যকে আল্লাহর রহমত হিসেবে স্বীকার করে নেবেন। আল্লাহ সুন্নীপন্থীদের সহায় হোন, আমীন। ইমাম আহমদ রেযা (রহ:)'র উরস শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই প্রকাশনা সফল ও সার্থক হোক, সুম্মা আমিন।

মুখবন্ধ

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরেলভী রহমতুল্লাহে আলাইহে (১৮৫৭-১৯২১ ইং) ছিলেন ইসলামী বিশ্বের একজন জ্ঞানী-গুণী ও প্রতিভাধর আলেম। আমি ১৯৭০ ইং সালে এ পুণ্যাত্মার বিষয়ে গবেষণা শুরু করি। সেই সময় আমাদের পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী মহল এ প্রতিভাধর ব্যক্তির সাথে পরিচিত ছিলেন না। আমিও তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিলাম না। অতঃপর বিগত বিশ বছর যাবত আমি আমার গবেষণা চালিয়ে আসছি। এ প্রতিভাধর আলেম সম্পর্কে আমি নিম্নলিখিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছি:

১। ইসলামী বিশ্বকোষ (উর্দূ)-পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর, পাকিস্তান।
২। ইসলামী বিশ্বকোষ (ইংরেজী)-ক্রোড়পত্র, প্যারিস, ফ্রান্স।
৩। পাকিস্তান জাতীয় হিজরী কাউন্সিল-ইসলামবাদ, পাকিস্তান।
৪। ইসলামিক রিসার্চ ইনসটিটিউট-ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।
৫। এনসাইক্লোপেডিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন-তেহরান, ইরান।
৬। ইসলামী সভ্যতা সংক্রান্ত রাজকীয় গবেষণা-একাডেমী-আমমান, জর্দান।
৭। ইমাম আহমদ রেযা গবেষণা ইনসটিটিউট-করাচী, পাকিস্তান।
৮। পাকিস্তান জাতীয় হিজরী কাউন্সিল-ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

এ সকল গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছাড়াও আমি ২০টি গ্রন্থ সংকলন করেছি, বহু নিবন্ধ লিখেছি এবং ৫০টিরও অধিক সাধারণ প্রবন্ধ সরবরাহ করেছি। আমি নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থাগুলোকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যাঁরা সম্পূর্ণভাবে আমাকে সহযোগিতা দান করেছেন এবং এ গবেষণাকর্মকে প্রকাশ করে সারা বিশ্বে প্রচার করেছেন:

১। মারকাযে মজলিসে রেযা, লাহোর, পাকিস্তান।
২। এদারায়ে তাহকিকাতে ইমাম আহমদ রেযা, করাচী, ওই।
৩। ইসলামিক একাডেমী, মুবারকপুর, ভারত।
৪। রেযা একাডেমী, লাহোর, পাকিস্তান।

৫। জমিয়াতে আহলে সুন্নাত, হায়দারাবাদ, পাকিস্তান।
৬। সুন্নী রেযভী সোসাইটি, ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা।
৭। রেযা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমী, সাদিকাবাদ, পাকিস্তান।
৮। রেযা একাডেমী, বোম্বে, ভারত।
৯। রেযা একাডেমী, ম্যানচেস্টার, যুক্তরাজ্য।
১০। মারকাযে মজলিসে ইমাম আযম, লাহোর, পাকিস্তান।

এ সকল গবেষণাকর্মের ফলশ্রুতিতে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে গিয়েছেন। পণ্ডিতবৃন্দ এই অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং নিম্নবর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে গবেষকবৃন্দের পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকমণ্ডলীও গবেষণাকর্ম হাতে নিয়েছেন:

১। বার্কলী ইউনিভার্সিটি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
২। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি-নিউ ইয়র্ক, ওই।
৩। লিডেন ইউনিভার্সিটি- লিডেন, হল্যাণ্ড।
৪। ডারবান ইউনিভার্সিটি-ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা।
৫। পাটনা ইউনিভার্সিটি-আলীগড়, ভারত।
৬। মুসলিম ইউনিভার্সিটি- আলীগড়, ভারত।
৭। উসমানিয়া ইউনিভার্সিটি- হায়দারাবাদ, ভারত।
৮। সিন্দ ইউনিভার্সিটি- জামসোরো, পাকিস্তান।
৯। করাচী ইউনিভার্সিটি-করাচী, পাকিস্তান।
১০। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি-লাহোর, পাকিস্তান।
১১। বাহাউদ্দীন যাকারিয়া ইউনিভার্সিটি- মুলতান, ওই।
১২। ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ ইনসটিটিউট-করাচী, ওই।
১৩। মদীনাতুল হিকমত হামদর্দ ফাউন্ডেশন-করাচী, ওই।
১৪। জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামীয়া ইউনিভার্সিটি-নতুন দিল্লী, ভারত।
১৫। হামদর্দ ইউনিভার্সিটি- নতুন দিল্লী, ওই।
১৬। বারমিংহাম ইউনিভার্সিটি-যুক্তরাজ্য।
১৭। নিউ কাসেল ইউনিভার্সিটি-ওই।

১৮। ওয়ার্ল্ড ইসলামিক মিশন সেন্টার-করাচী, পাকিস্তান।
১৯। আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভার্সিটি- ইসলামাবাদ, ওই।
২০। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি-ক্যালকাটা, ভারত।
২১। জামে' আল আযহার ইউনিভার্সিটি-কায়রো, মিসর।
২২। ইবনে সৌদ ইউনিভার্সিটি-রিয়াদ, জাযিরাতুল আরব।

এটা জানা গেছে যে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:)'এর ওপর গবেষণাকারী কিছু জ্ঞান বিশারদ ভারতের নিম্নবর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রেজিস্টার করেছেন কিংবা রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করেছেন:

১। রোহাইলখান্দ ইউনিভার্সিটি- বেরেলভী, ভারত।
২। দেবী আহলিয়া ইউনিভার্সিটি-লাহোর, পাকিস্তান।
৩। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি- এলাহাবাদ, ভারত।
৪। লাক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটি-লাক্ষ্ণৌ, ভারত।
৫। হিন্দু ইউনিভার্সিটি- বেনারস, ভারত।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:)'এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যা তাঁর প্রতিপক্ষীয়দের বানানো নিম্নে বর্ণিত দুইটি অপবাদকে ঘিরেই আবর্তমান:

১। তিনি বৃটিশদের দালাল ছিলেন;
২। তিনি মুসলমানদেরকে কাফের ফতোয়া দিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

আমার এ লেখাটি প্রথম অভিযোগটির একটি খণ্ডনমূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যা বাস্তবতার আলোকে রচিত। পাঠকবৃন্দ ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণাদি যা প্রকৃত পরিস্থিতিকে পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্য পেশ করা হয়েছে, তার আলোকে নিজেরাই বিচার করতে পারবেন অভিযোগের অসত্যতা ও বানোয়াট রূপ সম্পর্কে। দ্বিতীয় অভিযোগটির ক্ষেত্রে বলবো, দৃঢ় ভিত্তি ছাড়া ইমাম আহমদ রেযা (রহ:) কুফরীর ফতোয়া জারি করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি না, যদিও এ অভিযোগটির খণ্ডন আমার এ পুস্তকে বিধৃত হবে না। তিনি কোনো পেশাদার ফাতোয়াবিদ ছিলেন না, মুসলমানদেরকে কুফরীর ফতোয়া প্রদান করতেও তিনি উৎসাহী ছিলেন না। ইমাম আহমদ রেযা (রহ:) ছিলেন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

তিনি তাঁর সময়কার একজন প্রখ্যাত আলেম, দূরদর্শী রাষ্ট্রবিদ এবং প্রশস্ত মনের মুসলমান নেতা ছিলেন। তিনি নজদ রাজ্যের ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের ঘোর বিরোধী ছিলেন, যে নাকি কেবল মুসলমানদেরকে কুফরীর অপবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, বরং শিরকের দোষারোপ করে তাঁদের রক্তও ঝরিয়েছিল। ইবনে আবদুল ওয়াহহাবকে অনুসরণ করে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী এবং ইসমাইল দেহেলভীও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (পাকিস্তান) মুসলমানদের রক্ত ঝরিয়েছিল।

এ অত্যন্ত করুণ ইতিহাস। আমাদের ইতিহাসবিদবৃন্দ রাজনৈতিক কারণে ওই সব তথাকথিত সংস্কারকদের হাতে মুসলমান নিধনযজ্ঞের খবর ধামাচাপা দেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য চিরকাল ধামাচাপা থাকে না। বরং তা আজ হোক, কাল হোক প্রকাশিত হয়ে পড়বে। নজদের ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের ভাবশিষ্যদের অনুসারী কতিপয় উলামার বিরুদ্ধে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) ফতোয়া জারি করেন। তবে তাকফিরে মুসলিম বা মুসলমানের প্রতি কুফরী ফতোয়ার এ অভিযোগটি ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং আমি নিশ্চিত যে, কতিপয় বিদ্বান ব্যক্তি এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে বাস্তব ঘটনাকে এমনভাবে পরিস্ফুট করবেন যার দরুন কেবল আধুনিক পাঠকই এর দ্বারা আকৃষ্ট হবেন না, বরং নিরীহ সাধারণ মুসলমানদেরকে কাফের ফতোয়া দেয়ার অপবাদ থেকেও ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) মুক্ত হবেন।

আমি বর্তমান এ নিবন্ধটি ১৯৮০ ইং সালে উর্দূ ভাষায় লিখেছিলাম। এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ লাহোর হতে মারকাযে মজলিসে রেযা কর্তৃক তা পুনঃপ্রকাশিত হয় যা এ পুস্তকের প্রারম্ভে দ্বিতীয় তালিকাটিতে দেয়া হয়েছে। ফলে এ পুস্তকের বহু সহস্র কপি বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হয়েছে। তথাপিও বুদ্ধিজীবমণ্ডলী এ গ্রন্থের ইংরেজী তরজুমার দারুণ অভাব অনুভব করতে লাগলেন, কেননা এতে বিভিন্ন মহাদেশের ইংরেজী শিক্ষিত পণ্ডিতদের মাঝে বইটি প্রচারিত, উপলব্ধ ও বিস্তৃত হতে সক্ষম হবে।

আমার শ্রদ্ধেয় কলেজ অধ্যাপক জনাব আবদুল কাদের, যিনি সিন্ধ প্রদেশের সুককরস্থ গভর্মেন্ট ডিগ্রী কলেজ এন্ড পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ

সেন্টারের সাবেক অধ্যক্ষ, তিনি এ পুস্তিকাটি অনুবাদ করে দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে ভীষণ ঋণী। এ ছাড়া করাচীস্থ ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ ইন্সটিটিউটের সহ-সভাপতি জনাব সৈয়দ ওয়াজাহাত রাসূল কাদেরী, মহাসচিব অধ্যাপক মাজীদউল্লাহ, কাদেরী ও কোষাধ্যক্ষ জনাব মনযুর হোসেইন জিলানীর সহৃদয় সহযোগিতার জন্যও আমি তাঁদের প্রতি শোকরিয়া জানাই।

আমি আশা করি যে, সঠিক ইতিহাস জানতে আগ্রহী পাঠককুল ও বিদ্বান ব্যক্তিবৃন্দ এ গ্রন্থটি পাঠ করে জ্ঞানান্বিত হবেন, ইনশা'আল্লাহ।

ডঃ এম. মাসউদ আহমদ
০৩/০৮/৯০ইং

অবতরণিকা

১৯৫৭ ইং সাল হতে আমার লেখালেখি শুরু হলেও ১৯৬৭ ইং সালের আগে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) সম্পর্কে আমি গবেষণা করতে পারি নি বলে দুঃখিত। এটা এ কারণে যে, আমার পিতা হযরত মুফতী-এ-আযম মুহাম্মাদ মাযহারউল্লাহ ছাড়া আমার সকল শিক্ষকই ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:)'এর বিরোধীদের দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ১৯৭০ ইং সালে যখন আমি ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের বিষয়ে গবেষণা শুরু করলাম, তখনই আমার ভুল ভাঙ্গলো। আমাকে ইতিপূর্বে যা শেখানো হয়েছিল, প্রকৃত ও বাস্তব পরিস্থিতি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। ইমাম আহমদ রেযা সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক গবেষণা আমার বিস্ময়কে বৃদ্ধি করলো। একটি অনুসন্ধানমূলক পর্যবেক্ষণ হলো সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। বিদ্বেষপ্রসূত প্রচার-প্রপাগান্ডা সর্বসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারে সত্য, তবে তা চিরকালের জন্য নয়। যখন সত্যানুসন্ধানী গবেষণা দ্বারা একগুঁয়ে মনোভাবের পর্দা ছিন্ন হয়ে যায়, তখনি আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং সঠিক মূল্যায়নের দ্বার উন্মুক্ত হয়। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) সম্পর্কে মানুষেরা যে লিখতে শুরু করেছেন, তাই অত্যন্ত পরিতুষ্টির ব্যাপার। বিভিন্ন লেখক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশক ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) সম্পর্কে প্রবন্ধ, ম্যাগাজিন পত্রিকা ও পুস্তক আকারে লেখা প্রকাশ করেছেন। বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:)'এর ব্যাপারে গবেষণা কার্যক্রম বর্তমানে চালু হয়েছে। এম.এ. পরীক্ষার পত্রসমূহে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সম্পর্কে প্রশ্নও সাজানো হয়েছে। বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও হযরত ইমাম সাহেব সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে।

এই বিনীত লেখক গত (৭০'এর) দশকে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:)'এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখালেখি করেছি, কিন্তু বর্তমানকার বিষয়টি ইতিপূর্বে কখনোই আলোচিত হয় নি। ১৯৭৯ ইং সালে ম্যানচেস্টারস্থ (ইংল্যান্ড) মজলিসে রেযা-র সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ ইলিয়াস আমাকে ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের প্রতি বৃটিশপ্রীতির অপবাদ খণ্ডনার্থে একটি বিশ্লেষণধর্মী রেসালা বা পুস্তিকা

প্রণয়নের অনুরোধ করেন। যেহেতু আমি ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের জীবনী গ্রন্থ ("ওয়াসীত" নামের এই গ্রন্থটি শিয়ালকোট হতে মাকতাব-এ-নোমানিয়া প্রকাশ করেছে) সংকলনে ব্যস্ত ছিলাম এবং যেহেতু আমি সাধারণতঃ রাজনীতিকে এড়িয়ে চলতাম, সেহেতু আমি এ কাজ হাতে নিতে নিজ অপারগতা প্রকাশ করি। ১৯৮০ ইং সালের প্রারম্ভে যখন আমি বইটির সংকলন সমাপ্ত করি, তখন আমার ম্যানচেস্টারের সেই বন্ধু আমাকে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং সেই বিশ্লেষণধর্মী রেসালা প্রণয়নের পুনঃতাকিদ দিলেন। ১৯৮০'এর নভেম্বর মাসে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান এবং ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ সমাপ্ত করে বর্তমান বিষয়টির প্রতি আমি নজর দেই। এ বিষয়ে লেখার কারণ হলো এই যে, সমাজের শিক্ষিত অংশ ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে এ ভিত্তিহীন দোষারোপ করায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। ভুল বোঝাবুঝি দূরীকরণ ও ইতিহাসবিদ এবং গবেষকদের এড়িয়ে যাওয়া বিষয়টিকে আলোতে আনার জন্য এটা লেখা জরুরি বিবেচনা করা হয়েছিল। আমি শুধু একটি ঘটনা বর্ণনা করছি উপরোক্ত তথ্যকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে।

অধ্যাপক মুহাম্মদ আইয়ুব কাদেরী একটি পুস্তকের (খুরশিদ আহমদ কৃত "পাকিস্তান মে আইন কি তানভিন আওর জামহুরিয়াত কা মাস'আলা, করাচী ১৯৭০ ইং পৃষ্ঠা-১৪) ভূমিকায় ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ও আশরাফ আলী থানবী সম্পর্কে নিম্নের অভিমত ব্যক্ত করেন: "বৃটিশরা নিজেদের পক্ষে জনমত পরিবর্তন করার জন্য পাল্টা ফতোয়া জারি করিয়ে নেয়।[১] একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, আশরাফ আলী থানবী ও

[১] জামে' মিল্লিয়া, দিল্লীর ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ জামালউদ্দীন খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে নিজ অপ্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধে এই দুইটি আন্দোলনে ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন; কিন্তু তিনি এমন কোনো দালিলিক প্রমাণ তাতে পেশ করতে সক্ষম হন নি যার দরুন প্রমাণিত হয় যে, বৃটিশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুরোধে ইমাম আহমদ রেযা ফতোয়া জারি করেছিলেন। তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যাক যে, ইমাম সাহেব বৃটিশ সরকারের অনুরোধে ফতোয়া জারি করেছিলেন। একজন মানুষ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দেয় লাভের আশায়। কিন্তু ইতিহাস আমাদেরকে বলছে যে, ইমাম সাহেব সরকার হতে কোনো পুরস্কার লাভ করেননি। উপরন্তু এই আন্দোলন চলাকালে তিনি ১৯২১ ইং সালে বেসালপ্রাপ্ত হন। এমন কী তাঁর ছেলেদেরকেও ব্রিটিশ সরকার কোনো সুবিধা দেয় নি। এটা আমাদের ইতিহাসে একটা রহস্য যে, যিনি ব্রিটিশদের দালালি করেন নি তাঁকে ব্রিটিশের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে অপবাদ দেয়া হচ্ছে, পক্ষান্তরে তাঁর শত্রুরা যারা বৃটিশের সাথে আঁতাত করেছিল, তাদেরকে বৃটিশ বিরোধী বলে প্রচার করা হচ্ছে। -লেখক

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন যদিও ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তবু তাঁরা অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক ফতোয়া জারি করেন যা বৃটিশের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ কপি বিতরিত হয়" (পাকিস্তান মে আইন কি তাদভিন গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক আইয়ুব কাদেরীর বক্তব্য)

অপর পক্ষে ডঃ আই.এইচ. কোরেশী বলেছেন যে, থানবী ও বেরলভী (ইমাম আহমদ রেযা) গোষ্ঠী মোটেই বৃটিশ প্রীতিগ্রস্ত ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা হিন্দুদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভীষণ শঙ্কিত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম নেতৃত্ব পরাধীন হোক, এটা তাঁরা চান নি। তাঁরা এ ব্যাপারেও ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, দ্বীন ইসলামের মুফতীবৃন্দ কুরআনের আয়াত ও রাসুলুল্লাহ (দঃ)'এর হাদীস শরীফ খোঁজ করে বের করতে চেষ্টারত ছিলেন যাতে মহাত্মা গান্ধীর মেনিফেষ্টো এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুসৃত নীতিগুলোকে সমর্থন দেয়া যায় (ইশতিয়াক হোসেইন কোরেশী কৃত ULEMA IN POLITICS- ইংরেজী প্রবন্ধ করাচী ১৯৭২ সাল, পৃষ্ঠা নং-২৭০)।

এ সকল তথ্যের আলোকে এই বিনীত লেখক নিজ "ফাযেলে বেরেলভী আওর তরকে মাওয়ালাত" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (এর ১ম সংস্করণ লাহোরস্থ মারকাযে মজলিসে রেযা কর্তৃক ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয় এবং এ যাবৎ বইটির পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে) অধ্যাপক আইয়ুব কাদেরীর নেয়া দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনাকালে লিখেছিলাম যে, অধ্যাপক আইয়ুব কাদেরী একজন পাকিস্তানী লেখক হয়ে এমন অদ্ভূত ধারণা পোষণ করলেন কীভাবে (অধ্যাপক মাসউদ আহমদ কৃত ফাযেলে বেরেলভী আওর তরকে মাওয়ালাত, লাহোর ১৯৭১ ইং, পৃষ্ঠা-৭৫)। এই লেখক পাকিস্তান সরকারের উচ্চ পদে আসীন এক পুরোনো বন্ধুর কাছে বইয়ের একটি কপি পাঠিয়েছিলাম।

ওই পুরোনো বন্ধুটি আমার বইটি অধ্যয়ন করার পর এমন কতগুলো বিশেষ ধারণা ব্যক্ত করলেন যা ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণির ভ্রান্ত শঙ্কা ও বিভ্রান্তি প্রতিভাত করে। সেগুলো নিম্নরূপ: "যদিও বইয়ের ৭৫ পৃষ্ঠায় আপনি অধ্যাপক মুহাম্মদ আইয়ুব কাদেরীর উদ্ভট ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন, তথাপিও আপনি এই ওজন সম্পন্ন আপত্তির কোনো প্রত্যুত্তর

দেন নি। যদি এই অনুভবযোগ্য দোষারোপ প্রমাণিত হয় যে, ফাযেলে বেরেলভী বৃটিশের সহযোগিতায় অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছিলেন, তাহলে তা খোদাতা'লার কাছে একটি মহাপাপ হিসেবেই সাব্যস্ত হবে। কেননা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বৃটিশরা সর্বাধিক বৈরীভাবাপন্ন ছিল। ইতিহাসের পাতাসমূহ এর সাক্ষ্য বহন করে। অতএব যদি ভারতের জনসাধারণ, যথা- হিন্দু, মুসলমান ও শিখবৃন্দ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কোনো রাজনৈতিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে শরীয়ত অনুযায়ী হিন্দু মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার সামিল হয় না, যার বিরুদ্ধে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ও মওলভী আশরাফ আলী থানবী এবং অন্যান্য উলামা কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।

"ঐতিহাসিক ও প্রামাণ্য দলিল দ্বারা এই গুরুতর অভিযোগটি আপনার খণ্ডন করা উচিৎ ছিল। ফাযেলে বেরেলভী (ইমাম আহমদ রেযা খাঁন)-এর জ্ঞান গভীরতা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। তাঁর নিরপেক্ষতা ও সৎ উদ্দেশ্য প্রমাণিত হলে অধ্যাপক কাদেরীর আনীত অকাট্য যুক্তিভিত্তিক অভিযোগ খণ্ডন করা সম্ভব হতো (পত্র তাং ১২ই এপ্রিল, ১৯৭২ ইং- করাচী হতে প্রেরিত)।[২]

পত্রের অন্যত্র বন্ধুটি লিখেছেন, "একদিকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের যৌথ উদ্যোগকে সমালোচনা করা হয়, অপর দিকে উলামামণ্ডলী বৃটিশের ইন্ধনে নিজেদের বিবেককে বিক্রি করে দেন (প্রাগুক্ত পত্র-এবার বিড়াল থলে থেকে বেরিয়ে এসেছে। যে অভিযোগের জন্য যুক্তি ও সাক্ষী চাওয়া হয়েছিল, তা এক্ষণে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে।)

১৯৭৩ ইং সালে এ সকল ধ্যান-ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছিল। এই অভিযোগের জবাব প্রকাশ করা হয় নি, কেননা এই বিনীত লেখক ভিত্তিহীন অভিযোগের প্রতি গুরুত্বারোপ করি না, বরং গঠনমূলক, উদ্ভাবনী ও ইতিবাচক কর্মকাণ্ডকেই পছন্দ করি। সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ সত্যকে গ্রহণ করার পরিবর্তে সর্বদা নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে

[২] পত্রের প্রকৃতিই হলো বিরোধীদের পক্ষে। ফরিয়াদীকে প্রামাণ্য দলিল পেশ করা হতে মুক্তি দেয়া হয়েছে এবং বিবাদীকে সাক্ষী পেশ করার জন্য চাপ দেয়া হয়েছে। এক দিকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হচ্ছে যে বৃটিশদের ইন্ধনে ফতোয়া জারি করা হয়েছিল, অপরদিকে দিবাস্বপ্ন দেখা হচ্ছে যে এই অভিযোগটি অকাট্য যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলোর সবই প্রপাগান্ডা ছাড়া কিছু নয়।- অধ্যাপক মাসউদ আহমদ।

নতুন নতুন যুক্তি খাড়া করতে ব্যস্ত। তিনি তাঁর গৃহীত অবস্থানের পক্ষে বহু যুক্তি পেশ করে তা প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর। সৎ মতপার্থক্যকে শ্রদ্ধা ও সহ্য করা উচিৎ, কিন্তু এমন কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা বন্ধুত্বকে অবজ্ঞা করেন এবং নিজেদের প্রতিপক্ষের তুমুল বিরোধিতা করেন।[৩] ঐতিহাসিক তথ্যাদি যেন ধর্মীয় বিশ্বাসের সমতুল্য– কেউ এর বিরোধিতা করলেই যেন তাকে কতল করতে হবে আর কী! এই লেখক ঐতিহাসিক তথ্যাদি ও ধর্মীয় মতবাদকে পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা করতে দৃঢ় বিশ্বাসী। মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে যুক্তির মাধ্যমে কারো বোধোদয় ঘটানো যায়। তবে শর্ত থাকবে এই যে, ইতিহাসকে তার যথাযথ রূপে অধ্যয়ন করতে হবে। যদি মতপার্থক্যটুকু একটি মতবাদের মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং যদি প্রতিপক্ষ এই অবস্থান নেন যে তাঁর মতবাদই সঠিক, তাহলে পরিস্থিতির অবনতি হবে এবং পরস্পর দোষারোপের দরুন তা ঝগড়া-ফাসাদের রূপ পরিগ্রহ করবে।

সুতরাং এই বিনীত লেখক ইতিবাচক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছি, যদিও কতিপয় সমালোচক তা অপছন্দ করছেন। আমার স্বাভাবিক মানসিকতার কারণে আমি ১৯৭৩ ইং সাল হতে বর্তমান সময় অবধি ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগের খণ্ডনে কিছু লেখি নি। কিন্তু তবুও কতিপয় বুদ্ধিজীবী কর্তৃক ওই অসুস্থ অপবাদ আরোপ অব্যাহত থাকে। তাই আমাকে এই নিন্দনীয় আরোপের বিষয়ে কলম ধরতে হয়েছে।

ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের শত্রুদেরকে খণ্ডন করার জন্য এগুলো লেখা হয় নি, কেননা বিরোধিতা যখন একগুঁয়ে মতবাদের রূপ ধারণ করে, তখন তাকে শুধরানো যায় না। একমাত্র খোদাতা'লা প্রদত্ত হেদায়াতই সঠিক রাস্তা দেখাতে সক্ষম। এখানে যা কিছু লেখা হয়েছে তা শুধু প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু সমালোচক ও সঠিক ইতিহাসের রূপ

[৩] এই লেখকও অনুরূপ এক পরিস্থিতির সম্মুখীন। পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীধারী এক পুরোনো বন্ধু আমার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন এ কারণে যে, কেন আমি ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সম্পর্কে গবেষণাকর্ম করেছি। তিনি তাঁর এক পত্রে লিখেছেন, "আপনি কি আহমদ রেযা খাঁন ছাড়া আর অন্য কোনো বিষয়ে লেখার যোগ্যতা ধারণ করেন না? (পত্র-তাং-২৬/১২/১৯৮০ ইং ইসলামাবাদ)। মনে হয় সমালোচক বন্ধুটি জানেন না যে বিগত ২৪ বছরে এই লেখক শতাধিক বিষয়ে লিখেছি। – অধ্যাপক ডঃ মাসউদ আহমদ।

অন্বেষী তরুণ সম্প্রদায়ের জন্যই লেখা হয়েছে। আমি আশা করি, এই বইটি সত্য প্রেমিকদেরকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সত্য গ্রহণ করার এবং সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন। আল্লাহ তা'লা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁর নেয়ামত বর্ষণ করুন, আমীন।

- অধ্যাপক ডঃ এম. মাসউদ আহমদ
অধ্যক্ষ
সরকারী ডিগ্রী কলেজ ও
পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ সেন্টার
সুককর, সিন্ধ, পাকিস্তান।
তাং-৩০ শে মুহররম ১৪০১ হিজরী
৯ই ডিসেম্বর ১৯৮০ ইং

সূচিপত্র

সূর্যোদয় _____ ২১ পৃষ্ঠা

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ)'র প্রতি অপবাদের জবাব ____ ২৫ পৃষ্ঠা

(১) ধর্ম ও সমাজ _____ ২৫ পৃষ্ঠা
- ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের যৌবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া।
- ইউরোপীয় নারীদের বিয়ে করা হতে বিরত থাকা।
- ইংরেজদের দ্বারা হত জন্তুর গোস্ত খাওয়া হতে বিরত থাকা।
- কুরআন মজীদ সম্পর্কে এক খ্রীষ্টান পাদ্রীর আপত্তি এবং ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের প্রত্যুত্তর।

(২) সরকার ও বিচার বিভাগ _____ ৩২ পৃষ্ঠা
- বৃটিশের সাথে শরিয়ত বিরোধী চুক্তির বিরুদ্ধে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন।
- বৃটিশ শাসনের প্রতি ঘৃণা।
- মাওলানা মঈনউদ্দীন আজমেরীর সাক্ষ্য।
- রাণী ভিকটোরিয়া, রাজা এডওয়ার্ড-৭ এবং জর্জ-৫ প্রমুখের ছবির প্রতি ঘৃণা।
- ইংরেজ আইন-আদালতের প্রতি ঘৃণা।

(৩) শিক্ষা ও সংস্কৃতি _____ ৪০ পৃষ্ঠা
- ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ঘৃণা।
- ইংরেজ সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা।
- ইংরেজ সংস্কৃতির প্রতি মাওলানা হামেদ রেযা খাঁন (ইমাম সাহেবের পুত্র)'র কঠোর সমালোচনা।

(৪) চিন্তা-চেতনা ও সমালোচনা _____ ৪৪ পৃষ্ঠা
- নিউটনের সমালোচনা
- এলবার্ট আইনস্টাইনের সমালোচনা
- এলবার্ট এফ পোর্টার সমালোচনা

(৫) খৃষ্টানদের সমর্থক, অনুসারী ও প্রেমিক গং _____ ৪৫ পৃষ্ঠা
- মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের পুস্তিকা।
- ইমাম সাহেবের ভাই মাওলানা হাসান রেযার পুস্তিকা।
- ইমাম সাহেবের পুত্র মাওলানা হামেদ রেযার পুস্তিকা।
- খতমে নবুয়্যত আন্দোলনে ইমাম সাহেবের অনুসারীদের ভূমিকা।
- স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁনের সমালোচনা।
- নদওয়াতুল উলামার সমালোচনা।

(৬) ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক বন্ধন _____ ৫০ পৃষ্ঠা
- বৃটিশের চেহারার প্রতি ঘৃণা।
- স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর মুজাহিদ ভ্রাতা মাওলানা আবদুল কাদের বদাইউনী প্রীতি।
- স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত মাওলানা কেফায়েত আলী কাযী প্রীতি।

(৭) অপবাদ ও তার কারণসমূহ _____ ৫২ পৃষ্ঠা
- ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ও খেলাফত আন্দোলন।
- ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ও অসহযোগ আন্দোলন।
- হিন্দু আধিপত্যের প্রতি ইমাম সাহেবের ঘৃণা।

(৮) জবাব ও জবাবের সমর্থন _____ ৬১ পৃষ্ঠা
- ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের ঐতিহাসিক জবাব।
- ফুলওয়ারী শরীফের মুহাম্মদ জাফর শাহের প্রমাণ।

(৯) তথ্যাবলী ও সাক্ষ্যসমূহ _____ ৬২ পৃষ্ঠা

(১০) ৩য় সংস্করণের সাথে সংযুক্ত অংশ _____ ৭১ পৃষ্ঠা

সূর্যোদয়

খৃষ্টান সম্প্রদায়, খৃষ্টান ধ্যান-ধারণা ও খৃষ্টান সভ্যতা সম্পর্কে ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের দৃষ্টিভঙ্গি ও সমালোচনা এবং তার সমসাময়িক ব্যক্তিত্বদের দ্বারা তার সমর্থন।

(১)

কৌশলগত বাস্তবতা অনুসারে খৃষ্টানরা আসলেই মুশরিক (মূর্তিপূজারী), কেননা তাঁরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী এবং নবুয়্যতে অবিশ্বাসী। (ইমাম আহমদ রেযা খাঁন কৃত আ'লম বি আন্না হিন্দুস্তান দার আল ইসলাম ১৩০৬ হিজরী/১৯৮৮ ইং, বেরেলীতে প্রকাশিত ১৩৪৫ হিজরী ১৯২৭ ইং সাল, পৃষ্ঠা-৯)

(২)

ওয়াল্লাহ! এই জাতি (বৃটিশ) কৃত অযৌক্তিক ও আবেগপ্রবণ। এটা সত্যি দুঃখজনক যে, এই জাতি খোদাদ্রোহী হওয়ার মত ঔদ্ধত্য পোষণ করছে। আর মুসলমানবৃন্দও তাদের আবর্জনাময় মতবাদ বহন করছেন এই বলে যে, "নিশ্চয় আমরা আল্লাহর কাছ হতে এবং নিশ্চয় তাঁর কাছেই আমরা প্রত্যাবর্তন করবো।

(ইমাম আহমদ রেযা খাঁন প্রণীত আল সামসাম আলা মোশাককাফ ফি আয়াতে উলুম আল আরহাম; ১৩১৫ হিজরী ১৮৯৭ ইং সালে লিখিত এবং লাহোরে প্রকাশিত; পৃষ্ঠা-১৯/২০ দ্রষ্টব্য)

(৩)

ইংরেজী ও অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা দুনিয়াবী কিংবা দ্বীনী ক্ষেত্রে উপকারী নয়। এ সকল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে মুসলমান ছাত্রদেরকে অযৌক্তিক বিষয়াদিতে লিপ্ত রাখতে, যাতে তাদেরকে ধর্ম সম্পর্কে অনবধান ও ধর্মসচেতনতা বর্জিত রাখা যায়। তারা আর জানতে পারবে না তারা কারা এবং তাদের জাতিয়তাই বা কী।

(ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রচিত আল মোহাজ্জাত আল মোতামিনা ফি আয়াত আল মোমতাহিনা; ১৩৩৯ হিজরী ১৯২১ ইং সালে লিখিত, লাহোরে প্রকাশিত ১৩৯৬ হিজরী ১৯৭৬ ইং, পৃষ্ঠা-৯৩

(৪)

ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ সকল লেবাসে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরিমা যা প্রায় হারাম। যদি কেউ ইসলামী পোশাকে নামায না পড়ে, তবে সে পাপী হবে এবং সে খোদাতা'লার শাস্তিযোগ্যও হবে। আল্লাহ মাফ করুন, যিনি সর্বশক্তিমান ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

(ইমাম আহমদ রেযা খাঁন লিখিত আল আতায়া আল নববীয়া ফিল ফাতাওয়া আল রাযাভীয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪২, লাইলপুরে প্রকাশিত)

(৫)

ইংরেজ রীতি ও ফ্যাশন থেকে এবং নাস্তিকতা ও 'মুক্ত চিন্তা' থেকে মুক্তিপ্রাপ্তি আত্মিক প্রশান্তির কারণ। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দিন। কিন্তু এগুলো অর্জনের জন্য শুধুমাত্র সাহায্য প্রত্যাখ্যান কিংবা সংশ্লিষ্টতা নাকচ করলেই চলবে না, বরং সৈয়দ আহমদ খাঁন যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন তাকে নির্বাপণ করতে হবে। এখনো বহু লোক এর দ্বারা আক্রান্ত দেখা যাচ্ছে।

(ইমাম আহমদ রেযা খাঁন কৃত আল মোহাজ্জাত আল মোতামিনা ফি আয়াত আল মোমতাহিনা, লাহোরে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৯৩)

(৬)

"অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে থাকাকালীন সময়ে আমি ফাযেলে বেরেলভীর (ইমাম সাহেবের) ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম না। অসহযোগ আন্দোলন মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল যে, তিনি বৃটিশের বেতনভুক দালাল ছিলেন, আর তাই অসহযোগের বিরোধী ছিলেন। বস্তুতঃ একজন ব্যক্তিকে অপদস্থ ও হেয় করার জন্য কিছু চটকদার কথা বেছে নেয়া হয়ে থাকে। আমি আমার জীবনে এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।"

(অসহযোগ আন্দোলনের সদস্য মুহাম্মদ জাফর ফুলওয়ারভী সাহেবের উদ্ধৃতি; মুহাম্মদ মুরীদ আহমদ চিশতী প্রণীত মহিব্বানে রেযা গ্রন্থ সূত্রে; লাহোরে প্রকাশিত ১৯৮১ সালে; পৃষ্ঠা-১২৫)

(৭)

"রাজনৈতিকভাবে বলা যায় যে হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খাঁন একজন স্বাধীনতা প্রেমিক ছিলেন। তিনি ইংরেজদের এবং বৃটিশ সরকারকে ঘৃণা করতেন। তিনি নিজে এবং তাঁর পুত্রবৃন্দ যথা মাওলানা হামিদ রেযা ও মোস্তফা রেযা খাঁন কখনোই 'শামসুল উলামা' জাতীয় খেতাবের পিছু ধাওয়া করেন নি। তাঁরা শাসক ও সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে চিরকাল নির্লিপ্ত ছিলেন।

(ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের সমসাময়িক সৈয়দ আলতাফ আলী বেরেলীর উক্তি; যিনি অল পাকিস্তান এডুকেশনাল কনফারেন্স করাচী-এর সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন; সূত্রঃ দৈনিক জঙ্গ, করাচী; তাং ২৫ শে জানুয়ারী ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত; পৃষ্ঠা-৬, কলাম-৪/৫)

(৮)

(আল্লাহ তা'লার অসন্তুষ্টি মিথ্যুকদের ওপর পতিত হোক)। যে কেউ তা করে (মিথ্যাচার সংঘটন করে), সে আল্লাহ পাকের, তাঁর প্রিয় রাসুল (দঃ)-এর এবং তাঁর আউলিয়ায়ে কেরামের অসন্তুষ্টি প্রাপ্ত হয়ে কেয়ামত অবধি দুর্ভোগ পোহাবে।

(ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেবের উক্তি; সূত্রঃ মাসিক আল সাওয়াদ আল আযম, মোরাদাবাদ; জমাদিউল আউয়াল সংখ্যা ১৩৩৯ হিজরী-১৯২০ ইং, পৃষ্ঠা-৩০)

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ)'র প্রতি অপবাদের জবাব

৭৮৬/৯২

যখন কেউ একটি জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তিনি সেই জাতির সমস্ত কিছুকেই ভালোবাসেন; অর্থাৎ সেই জাতির ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজ্য, আইন, শিক্ষা ব্যবস্থা, সভ্যতা, ধ্যান-ধারণা, দর্শন, আশ্রয়াধীন মানুষ, অনুসারীবৃন্দ, সাহায্যকারীবৃন্দ, প্রেমিকমণ্ডলী, চরিত্র বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সব কিছুকেই তিনি ভালোবাসেন।

এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) বৃটিশদের ভালোবাসতেন এবং তাদের আজ্ঞা পালন করতেন। কিন্তু কাছে থেকে অনুসন্ধান করার পর উদঘাটিত হলো যে, প্রকৃতপক্ষে এ রকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি। অপবাদ প্রদানকারীরাই বরং বৃটিশদের দালাল হিসেবে প্রমাণিত হলো এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। আর এখানেই বিস্ময়ের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরখ করা হয়েছে, কিন্তু বৃটিশের প্রতি ভালোবাসার কোনো প্রমাণই মেলে নি।

আসুন, আমরা এবার সত্য আড়ালকারী পর্দা উঠিয়ে নেই। অতঃপর সত্যকে অবলোকন করি। আসুন, আমরা সময়ের অন্ধকার গলিপথে আমাদের মস্তিষ্ককে আচ্ছন্নকারী সন্দেহ ও শঙ্কাকে দূরীভূত করি যা এতদিন আমাদের দৃষ্টিশক্তি ও বিবেককে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

ধর্ম ও সমাজ

সংস্কৃতিগতভাবে খ্রীষ্টান নারীদের বিয়ে এবং খ্রীষ্টানদেরকে বিয়ে এবং খ্রীষ্টানদের দ্বারা হত পশু পাখি হালাল তথা অনুমতিপ্রাপ্ত ঘোষিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বৃটিশদের দালাল একজন আলেমের কাছে এটাই আশা করা যায় যে তিনি ইসলামী শরীয়তের এ আদেশটি বৃটিশদের জন্য বহাল

করবেন। কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের জন্য ভিন্ন বলে প্রতিভাত হয়েছে।

১২৯৮ হিজরী/১৮৮৮ ইং সালে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) যখন মাত্র ২৪ বছর বয়স্ক ছিলেন, তখন বদায়ুনের জনৈক মীর্যা আলী বেগ তাঁর কাছে তিনটি সওয়াল সম্বলিত একটি পত্র পেশ করেন:

১। ভারত দারুল হরব নাকি দারুল ইসলাম ? (ইমাম আহমদ রেযা কৃত আল আ'লম বিয়ান্না হিন্দুস্তান আল ইসলাম, বেরেলীতে প্রকাশিত ১৩৪৫ হিজরী/ ১৯২৭ ইং সালে, পৃষ্ঠা-৯/১৫)।

২। ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায় কি আহলে কেতাব না মুশরিক ? (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫/২৩)। প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বলেছেন যে ভারত দারুল ইসলাম, কেননা দারুল হরব হলো এমনি একটি দেশ যেখানে ইসলামী আইন ও বিধান জারি করা অসম্ভব। যেহেতু সেই ধরনের পরিস্থিতি ভারতে বিরাজমান নেই, সেহেতু এটা দারুল ইসলাম। এ ফতোয়াটি একেবারেই বিচার বিভাগীয়; এটা মোটেই রাজনৈতিক নয়। এ জবাবটিতে এমন কোনো বাক্য নেই যা থেকে প্রতিভাত হয় যে ফতোয়াটি বৃটিশদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য দেয়া হয়েছিল। তবে সেই যুগে বৃটিশের বহু বিরোধীতাকারী ছিলেন, যাঁরা ইতিপূর্বে বৃটিশের অনুগত ছিলেন। (স্যার আলফ্রেড লায়ল লিখেছেন যে, রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সকল মহলের লোকেরাই 'বৃটিশ রাজ মুকুটের প্রতি অনুগত থাকার ব্যাপারে একমত ছিলেন"- স্যার লায়ল প্রণীত হিন্দী 'মামলুকাত কা উরুজে যাওয়াল' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য; হায়দ্রাবাদ, দক্ষিণাত্য হতে প্রকাশিত, ১৯৩২ইং)।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির প্রতি ইমাম সাহেবের উত্তরই আমাদের অবস্থানকে সমর্থন যোগায়। বস্তুতঃ কতিপয় উলামা ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ভারতকে দারুল হরব ঘোষিত হতে দেখতে চেয়েছিলেন, যাতে ভারতে সুদ গ্রহণ অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে যায়। কেননা দারুল হরব-এর একজন অধিবাসীর কাছ থেকেই কেবলমাত্র সুদ গ্রহণ করা কারো পক্ষে বৈধ বা অনুমতিপ্রাপ্ত। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন এর প্রত্যুত্তরে ওই ধরনের ব্যক্তিবর্গের কঠোর সমালোচনা করেন এবং লিখেন যে তাঁরা ভারতকে দারুল হরব ঘোষণা করে সুদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেও তাঁরা হিজরত করতে প্রস্তুত নন যা

দারুল হরব-এর ক্ষেত্রে করা বাধ্যতামূলক। ফলে ইমাম সাহেবের প্রত্যুত্তরটি সুদ না গ্রহণ করার একটি শরয়ী সিদ্ধান্ত বলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। এটা কাউকে খুশী করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়নি।[৪] ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:)'র সাথে মওলবী আশরাফ আলী থানবীও এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে যা বলেছেন, তাই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের দাবিদার। এটা সকল সন্দেহ দূর করে দিয়েছে। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বলেন, "খ্রীষ্টানরা মুশরিক, কেননা তাঁরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। অনুরূপভাবে, যে সকল ইহুদী এযরা নবী (আ:)'কে খোদার পুত্র মনে করেন, তাঁরাও মুশরিক"। (আল আ'লম বিয়ান্না হিন্দুস্তান দার আল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৯)।

অতঃপর ইমাম আহমদ রেযা লিখেন: "এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হলো এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ব্যাপারে আল্লাহতা'লা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে (কুরআন পাকে) তাঁরই প্রদত্ত বিধানাবলী পৃথকভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন এবং তাদের নারীদেরকে ও তাদের দ্বারা হত পশু-পাখিকে মুসলমানদের জন্য হালাল বা বৈধ ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, কুরআন মজীদে উদ্ধৃত আহলে কেতাব বা ঐশী গ্রন্থসম্পন্ন মানুষদের মৌলিক শ্রেণীতে যীশু খ্রীষ্টকে খোদা জ্ঞানকারী বর্তমানকালের খ্রীষ্টান ও এযরাকে খোদার পুত্র জ্ঞানকারী ইহুদী লোকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কিনা। নাকি তাদেরকে মুশরিকদের শ্রেণিভুক্ত করতে হবে এবং তাদের নারী ও হত জন্তু-জানোয়ার মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ করতে হবে? (প্রাগুক্ত আল আ'লম, পৃষ্ঠা-৯/১০)।

---

[৪] আশরাফ আলী থানবী কৃত তাহযির আল্ এখওয়ান আনির রেবা ফিল হিন্দুস্থান: থানা ভবনে প্রকাশিত, ১৩৩২ হিজরী, ১৯০৫ ইং।

জরুরী নোট: মওলবী কাসেম নানাতুবীও ভারতকে দারুল হরব্ ঘোষণা করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন (কাসেম আল উলুম-এর পত্র; লাহোরে প্রকাশিত ১৯৭৪ ইং, পৃষ্ঠা-৩৬৪)। মওলবী নাযের হোসেইন ভারতকে দারুল আমান ঘোষণা করেছিলেন (ফযল হোসেইন বিহারী কৃত আল হায়াত বাদ আল্ মামাত, করাচীতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-১৩৪)। মওলাবী আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী একটি ফতোয়ায় ব্যক্ত করেছিলেন যে, ভারত দারুল হরব নয় (মজমুয়ায়ে ফতোয়া, লক্ষ্ণৌতে প্রকাশিত ১৩৪০ হিজরী/১৯২২ ইং, পৃষ্ঠা-৩২০)।

এ প্রশ্নটি উত্থাপন করে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) উলামাদের মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কতিপয় উলামা এ ধরনের ইহুদী ও খ্রীষ্টানকে আহলে কেতাবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন; অপর পক্ষে কতিপয় উলামা তাদেরকে মূর্তিপূজারী মুশরিকদের পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

যদি ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বৃটিশপ্রেমিক হতেন, তাহলে তিনি উলামাবৃন্দের এই মতপার্থক্যের পূর্ণ ফায়দা উসুল করতেন এবং বৃটিশদেরকে আহলে কেতাব ঘোষণা করে দিতেন। কিন্তু মহানৈতিক সৎসাহস ও সতর্কতা সহকারে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এমনই এক সময়ে যখন বৃটিশের বিরুদ্ধে কথা বলা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। তিনি স্বদেশী কিংবা বিদেশীদের পরোয়া করেননি, বরং সর্বদা শরীয়তের আইনের মর্যাদা সমুন্নত রেখেছেন। আর এটাই হলো একজন সত্যপন্থী ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির পার্থক্যকারী গুণ। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বৃটিশদের সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত পেশ করেন:

"যখন উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে এবং এ বিষয়ে একটি ফতোয়া জারি করা হয়েছে, তখন খ্রীষ্টানদের দ্বারা হত জন্ত না খাওয়া এবং তাদের নারীদেরকে গ্রহণ না করাই উত্তম। যদি বর্তমানকালেও হযরত উযাইর (আ:)'কে খোদার পুত্র জ্ঞানকারী ইহুদীরা বিরাজ করে, তাহলে তাদের দ্বারা হত জন্তু জানোয়ার এবং তাদের নারীদের পাণি গ্রহণ করাও আমাদের উচিৎ হবে না। এমন কী যদি ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা আহলে কেতাব-ও হয়, তথাপিও তাদের নারীদের বিয়ে এবং তাদের দ্বারা হত জন্তুর গোস্ত ভক্ষণ করাতে আমাদের জন্য কোনো লাভ নেই। শরীয়তে এটা বাধ্যতামূলক করা হয়নি, আমাদের কাছেও এর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। তারা আহলে কেতাব হলেও আমাদের বিরত থাকা উচিৎ। আর যদি উলামাবৃন্দের গৃহীত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হয়, তবে ইহুদী খৃষ্টানদের নারীদের বিয়ে করাটা নির্ঘাত যেনা হবে এবং তাদের দ্বারা হত পশু-পাখিও নিষিদ্ধ হবে। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে পাপ থেকে রক্ষা করুন। একজন ব্যক্তির উচিৎ নয় এমন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া যা একদিকে অনভিপ্রেত এবং অপর দিকে একেবারেই নিষিদ্ধ।" (ইমাম আহমদ রেযা কৃত আল আ'লম, পৃষ্ঠা-১৪)।

এ সকল উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) প্রথম থেকেই ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে অসহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আবেগের পরিবর্তে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ মর্মে জোর দিয়েছিলেন যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কারোরই শরীয়তের সীমা লংঘন করা উচিৎ নয় এবং তাই ভারতের মূর্তি পূজারী মুশরিক তথা হিন্দুদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করা উচিৎ নয়। খ্রীষ্টানদের দ্বারা ইসলামের মৌলিক নীতিমালার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং কুরআন-হাদীস সম্পর্কে তাঁদের উত্থাপিত আপত্তি ইমাম আহমদ রেযা খাঁন কখনোই বরদাস্ত করতেন না, বরং তিনি সর্বদা শরীয়তকে আঁকড়ে ধরতেই পছন্দ করতেন। একবার এক খ্রীষ্টান পুরোহিত অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আল কুরআনে বিবৃত হয়েছে একজন নারীর গর্ভের সন্তানটি ছেলে না মেয়ে তা কেউই জানে না; অথচ বর্তমানে তা বলে দেবার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রীষ্টান পুরোহিতের এ আপত্তিটি পাটনার জনাব কাজী আবদুল ওয়াহেদ ইমাম সাহেবের কাছে প্রশ্নাকারে প্রেরণ করেন ১৩১৫ হিজরী/ ১৮৯৭ ইং সালে। এর প্রত্যুত্তরে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব ১৩১৫ হিজরী/ ১৮৯৭ ইং সালেই "আল সাম সাম আলা মোশাককাকে ফি আয়াতে উলুম আল আরহাম" নামক একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এ পুস্তিকায় তিনি সমস্যাটির সকল দিক নিয়ে আলোকপাত করেন এবং অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করেন। পরিশেষে খ্রীষ্টানদের অযৌক্তিক মতবাদের সমালোচনা করে তিনি লিখেছেন:

"বিশ্বজগতের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান খোদাতা'লা যিনি সর্বদর্শী, সর্বত্র বিদ্যমান এবং মহাপরাক্রমশালী, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী এ পথভ্রষ্ট জাতির জন্য নিন্দাবাদ।"

দয়া করে ইনসাফ করুন! খ্রীষ্টানরা হলেন অযৌক্তিক, অধার্মিক ও দোযখের ইন্ধন; তাঁরা এক এবং তিনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে অক্ষম; তাঁরা ত্রিত্বে বিশ্বাসী, আবার একত্বেও বিশ্বাসী। তাঁরা খোদা তা'লার প্রতি একটি স্ত্রী ও পুত্র আরোপ করেছেন, অথচ খোদাতা'লা এ সকল শয়তানী ধ্যান-ধারণার বহু উর্ধ্বে। খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কুমারী মরিয়মের একজন স্বামী অর্থাৎ সূত্রধর যোসেফ নামের এক ব্যক্তির অস্তিত্ব বানিয়ে নিয়েছেন। যোসেফের জীবদ্দশায়ই যখন মরিয়ম হযরত যীশু

খ্রীস্টের জন্ম দেন, তখনই খ্রীষ্টানরা তাঁকে খোদার পুত্র বলে ঘোষণা করেন। খোদার পুত্র খোদা ঘোষণা করার পরে তাঁরা তাঁকে কাফেরদের হাতে ক্রুশবিদ্ধ করার গল্প ফাঁদেন। তাঁরা হযরত ঈসা (আ:)'র রক্তের জন্য তৃষ্ণার্ত। তাঁরা রুটি ভক্ষণ করেন যীশু খ্রীষ্টের গোস্ত মনে করে; তাঁরা মদ্যপান করেন যীশুর রক্ত মনে করে। এটা সত্যি আশ্চর্যজনক যে, তাঁদের খোদা ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং দোযখে গমন করেছিলেন। মহাপ্রভু খোদা তা'লার উপস্থিতিতে ক্রুশবিদ্ধকরণ একেবারেই অবান্তর! নিস্পাপ নবী (আ:)'মণ্ডলীর প্রতিও খ্রীষ্টানরা উদ্ভট দোষারোপ করেছেন। তাঁরা দূরভিসন্ধিমূলক কল্পনাসমূহকে ঐশী প্রেরণার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়েছেন (ইমাম আহমদ রেযা খাঁন কৃত আল সাম সাম আলা মোশাককাক ফি আয়াতে উলম আল আরহাম, লাহোরে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-১৯/২০)।

"এটা সত্যি দুঃখজনক যে, আল্লাহ তা'লার সৃজনশীল অঙ্গীকারগুলোকে অযৌক্তিক ও আবেগপ্রবণ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় প্রশ্নের মুখোমুখি করেছেন এবং মুসলমানবৃন্দ তাঁদের শয়তানী কথাবার্তা মুখ বুজে সইছেন এ কথা বলে যে, আমরা আল্লাহ হতে এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবো" (প্রাগুক্ত)।

বৃটিশদেরকে ভালোবাসলে এভাবে কঠোর সমালোচনা করা যেতো না। তাঁদের বিশ্বাসকে এত দহনকারী সমালোচনায় জর্জরিত করাও সম্ভব হতো না।

জাতিয়তাবাদী উলামাবৃন্দ ও মুসলমান পণ্ডিতবর্গ হিন্দুদের সাথে দৃঢ় রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, তাই তাঁরা হিন্দুদেরকে তাঁদের মুসলমান প্রতিপক্ষের তুলনায় বেশি গুণকীর্তন করেছিলেন। আপনারা ইতিহাস ও রাজনীতিবিষয়ক মুসলমান পণ্ডিতদের গবেষণাকর্মে এ ধরনের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন, কিন্তু ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব তাঁর গ্রন্থাবলীতে কখনোই অমুসলমান ব্যক্তিত্বদেরকে বেহুদা প্রশংসা করেননি।

ইসলামী শরীয়তবিরোধী বৃটিশদের বিচার বিভাগীয় রায় ইমাম আহমদ রেযা খাঁন মাথা পেতে মেনে নিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কানপুরের মাছলি বাজার মসজিদের ঘটনাটি এ ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার রাস্তা সম্প্রসারণের সময় উল্লেখিত মসজিদটির

কিছু অংশকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং তাঁরা প্রতিবাদ করেন। বৃটিশ সরকার মুসলমানদের ওপর গুলি বর্ষণ করেন এবং বহু মানুষকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেন। অবশেষে ১৬ ই আগস্ট ১৯১৩ ইং সালে বিশিষ্ট মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিদল, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মওলানা আব্দুল বারী ফারাংগী মহলী, রাজা সাহেব মাহমুদ আবাদ এবং স্যার আলী, তাঁরা উত্তর প্রদেশের গর্ভণরের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ১৪ই অক্টোবর ১৯১৩ ইং তারিখে এ সকল প্রতিনিধি কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে মুসলমান জাতির পক্ষে ভারতের ভাইসরয়ের সাথে বিষয়টির মীমাংসা করেন। উল্লেখিত শর্তাবলীর মধ্যে নিম্নের শর্তটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল:

"যেহেতু মসজিদের সাধারণ উচ্চতা রাস্তার উচ্চতা হতে কয়েক ফুট ওপরে, সেহেতু বাথরুমগুলো তাদের পূর্বেকার স্থানে পুনঃনির্মাণ করা হবে। কিন্তু নিচু ভূমিতে ফুটপাথ নির্মাণ করা হবে, যাতে করে পথচারীরা পার হতে পারেন।" (স্যার রেযা আলী কৃত আমল নামা, দিল্লীতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৩২৫)।

যখন মাওলানা সালামত উল্লাহ সাহেব (সহ-সভাপতি, মজলিছে মুঈদ-উল-ইসলাম, ফারাংগী মহল, লক্ষ্ণৌ) এ চুক্তিটি সম্পর্কে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:)'র কাছে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তখন ইমাম সাহেব পত্র মারফত কিছু কিছু বিষয়ের বৃত্তান্ত খোলাসাভাবে জানার জন্য লিখে পাঠান, যাতে করে কোনো কিছু গোপন না থাকে। সকল তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পরে একটি ফতোয়া জারি করা হয় যার মধ্যে ইমাম সাহেব বৃটিশ সরকার কিংবা তাঁর বন্ধু মাওলানা আবদুল বারী ফারাংগী মহলীকে কোনো রকম ক্ষমা প্রদর্শন করেন নি।

বৃটিশদের প্রতি ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু তাঁর বন্ধুর প্রতি তাঁর দয়াশীল হওয়ার কথা ছিল। অথচ তিনি তার ধার না ধেরে নিজ সিদ্ধান্ত দিলেন:

"আমি কিছু কাল অপেক্ষা করেছি। আমি এ তৎপরতার সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে খবরের কাগজগুলোও পাঠ করেছি। কিন্তু কোনো সুফল পাওয়া যায় নি। তাই আমার সিদ্ধান্ত বন্ধুবর্গের কিরুদ্ধেই দেয়া হলো, কেননা সত্যকে তুলে ধরা অত্যাবশ্যক। মাওলানা আব্দুল বারীর

সাথে আমার পূর্বেকার বন্ধুত্ব আমার অবস্থানকে পরিবর্তন করতে অক্ষম।" (ইমাম আহমদ রেযা খাঁন কৃত এবানাতুল মাতভারী ফি মাসালাহত আবদ আল বারী, বেরেলীতে প্রকাশিত ১৩৩১ হিজরী ১৯১৩ ইং। বিঃ দ্রঃ এই বইটির একটি কপি আমার কাছে আছে, প্রথম সংস্করণ– লেখক)

যেহেতু ইসলামে ওয়াকফ সম্পত্তি ক্ষতিপূরণসহ কিংবা ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে হস্তান্তর অযোগ্য, সেহেতু ইমাম সাহেব বৃটিশ অথবা তাঁর বন্ধুত্ব কারোরই তোয়াক্কা করেন নি।

সরকার ও বিচার বিভাগ

বৃটিশ বিচারালয় সম্পর্কে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন অত্যন্ত বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি বৃটিশ বিচার বিভাগের কাছে শরণাপন্ন হওয়াকে ইসলামী ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে ধ্বংসাত্মক বিবেচনা করতেন। ১৩৩১ হিজরী, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতির জন্য ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) কিছু পরামর্শ পেশ করেন। তিনি তাঁর প্রথম পরামর্শটি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

"রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিশেষ কিছু বিষয় ছাড়া মুসলমানবৃন্দ যদি নিজেদের বিভেদগুলো নিজেরাই সমাধান করতেন এবং বৃটিশ বিচারালয়ে মোকদ্দমা করে কোটি কোটি টাকা অপচয় করা হতে বিরত থাকতেন, তাহলে তাঁরা অসংখ্য পরিবারের ধ্বংস সাধন বন্ধ করতে সক্ষম হতেন।" (আহমদ রেযা খাঁন কৃত এ ফালাহ ওয়া নাজাত ওয়া ইসলাহ, ১৩৩১ হিজরী ১৯১২ খৃষ্টাব্দ, লাহোরে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৫)।

গ্রন্থের অন্যত্র ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব এ ব্যাপারে মুসলমানদের অবহেলাকে নিন্দা করেন। প্রথমতঃ একটি ঘরোয়া মীমাংসা যা কোনো ব্যক্তির দাবিকে কোনো ক্রমেই বিচ্যুত করে না, তা ওই ব্যক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু মামলা চলাকালে সমস্ত সম্পত্তি যদি খোয়া যায়ও, তথাপিও তা সর্বান্তকরণে গ্রহণযোগ্য। আপনারা কি এ পরিস্থিতি

পরিবর্তন করতে সক্ষম? "আপনাদের জাতি কি এ ক্ষতি কিংবা ধ্বংস থেকে বিরত হবে"? (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭)

উপরোক্ত পরামর্শ দ্বারা ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) মুসলমানদেরকে বৃটিশ আদালতে শরণাপন্ন হতে বারণ করেছেন। অপর পক্ষে, তিনি বৃটিশদের সাথে অসহযোগের একটি স্থায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। ইমাম সাহেব আবেগতাড়িত অসহযোগে বিশ্বাস করতেন না, যা একেবারেই ঝুঁকিপূর্ণ ও আত্মবিনাশী হতো।

বিচারের জন্য বৃটিশ আদালতে শরণাপন্ন হওয়াকে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব শুধু অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই বিবেচনা করতেন না, ইসলামী মৌলনীতির পরিপন্থীও বিবেচনা করতেন। তিনি অভিমত পোষণ করতেন যে, আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআন মজীদ ও হযরত রাসুলুল্লাহ (দঃ)'কে বিচার বিভাগীয় আজ্ঞা প্রদান করেছেন এবং তাই মুসলমানবৃন্দ কেন দ্বীন ইসলামকে খাটো করতে নিজেদের বিবাদগুলোকে বৃটিশ বিচারালয়ে নিয়ে যাবেন। অতএব, যখন "সানী আযান" (জুমআর নামাযের পূর্বে দানকৃত) বিষয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ আইনগত ব্যবস্থা নিতে মনস্থ করলেন এবং যখন তিনি এ ব্যাপারে জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁর খলিফা মাওলানা আব্দুস সালাম জব্বালপুরীকে দুঃখের সাথে বিষয়টি অবহিত করেন এবং লিখেন:

"হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিপক্ষ বৃটিশ সরকারের বিচারালয়ে মামলা দায়ের করে ওয়াহহাবীদের পথে পা বাড়াতে চাইছেন। আল্লাহ আমাদেরকে বদ চক্রান্ত থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তা'লাই আমাদের সেরা হেফাযতকারী।" (মোঃ বোরহানুল হক জব্বালপুরী প্রণীত একরামে ইমাম আহমদ রেযা, লাহোর ১৪০১ হিজরী ১৯৮১ ইং, পৃষ্ঠা-১৩০) [বঙ্গানুবাদের নোট: জুমআ'র সানী আযান নিয়ে সুন্নী উলামাদের মধ্যে ফিকহী মতপার্থক্য বিরাজমান।]

অতঃপর যখন প্রতিপক্ষ বিচারালয়ে মামলা দায়ের করলেন এবং ইমাম আহমদ রেযাকে কোর্টে হাজিরা দেয়ার জন্য সমন জারি করা হলো, তখন

যা ঘটলো তা জনাব সৈয়দ আলতাফ আলী বেরেলভী[৫] যিনি একজন চাক্ষুস সাক্ষী ছিলেন, তাঁর ভাষায় শোনা যাক, "আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) শপথ করেছিলেন যে- তিনি কখনোই কোনো বৃটিশ বিচারালয়ে হাজিরা দেবেন না। আমার জানা মোতাবেক সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উপাখ্যান হলো জুমা'আর দ্বিতীয় আযান, অর্থাৎ মসজিদের মিম্বরের কাছে নাকি মসজিদের আঙ্গিনায় আযান দিতে হবে তা নিয়ে বদাউনের উলামাবৃন্দের সাথে মতপার্থক্য। এই মতপার্থক্য থেকে মোকদ্দমার সূত্রপাত হয়। বদাউনের দেওয়ানী আদালতে এ ব্যাপারে সেখানকার মানুষেরা একটি মোকদ্দমা দায়ের করেন। ফলশ্রুতিতে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ)'র প্রতি কোর্টে হাজিরা দেয়ার জন্য সমন জারি করা হয়। কিন্তু তিনি তাতে কখনোই হাজিরা দেন নি। মওলানার সম্ভাব্য আটকাদেশের মোকাবেলায় তাঁর সহস্র সহস্র ভক্ত ও অনুসারীবৃন্দ তাঁর বাসার সামনে এবং সংলগ্ন রাস্তায় জড়ো হন। তাঁরা এ মর্মে বদ্ধ পরিকর ছিলেন যে, তাঁরা ইন্তেকাল করার পরই পুলিশ ইমাম আহমদ রেযা খাঁনকে আটক করতে পারবে।" দৈনিক জং, করাচী, তাং-২৫/১/১৯৭৯ ইং, পৃষ্ঠা-৬, ৫ম ও ৬ষ্ঠ কলাম)

যদি ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) বৃটিশ প্রেমিক হতেন, তাহলে তিনি বৃটিশ বিচারালয়কে ঘৃণা করতেন না এবং নিজের মান-ইজ্জতকে এভাবে হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করাতেন না, বরং তিনি স্বেচ্ছায় বৃটিশ আদালতে হাজির হতেন। এ সকল সুদৃঢ় তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই সম্ভবতঃ সৈয়দ আলতাফ আলী বেরেলভী নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন:

"রাজনৈতিকভাবে বলতে গেলে বলতে হবে যে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) পূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বৃটিশ ও তাদের

[৫] সৈয়দ আলতাফ আলী বেরেলভী ছিলেন অল পাকিস্তান এডুকেশানাল কনফারেন্সের মহাসচিব এবং "আল এলম" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক। তিনি সাম্প্রতিককালে ইন্তেকাল করেছেন। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ)-এর সময় তিনি কম বয়সী ছিলেন। ইমাম সাহেবের জানাযায় তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি নিজে বেরেলভী ছিলেন না, তবে তাঁর চাচা সৈয়দ আইয়ুব আলী রেযভী ছিলেন ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের মুরিদ এবং ৩৬ বছর যাবৎ তিনি ইমাম সাহেবের মদ্রাসার অধ্যাপকও ছিলেন। সৈয়দ আলতাফ আলী বেরেলভী তাঁর এবং তাঁর চাচার প্রত্যক্ষকৃত কিছু বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে তাঁর সাক্ষ্য অকাট্য এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের দাবিদার।

শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি অথবা তাঁর পুত্রবৃন্দ, যথা- মাওলানা হামিদ রেযা খাঁন ও মোস্তফা রেযা খাঁন কখনোই শামসুল উলামা (নামী-দামী আলেম)'দের মত সরকারী পদবী ও খেতাবের জন্য লালায়িত ছিলেন না। দেশীয় শাসকবর্গ কিংবা সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে তাঁদের কোনো যোগাযোগই ছিল না।" (প্রাগুক্ত দৈনিক জং, তাং ২৫/১/৭৯ ইং, পৃষ্ঠা-৬ কলাম ৪ এবং ৫)

ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের মত তাঁর দুইজন পুত্রও বৃটিশ বিচারালয়কে ঘৃণা করতেন। মুফতী মুহাম্মদ মুস্তফা রেযা খাঁনকে একবার এক বিচারালয়ে একজন সাক্ষী হিসেবে সমন করা হয়, যা বেরেলী থেকে ২০০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন তাঁর খলিফা মওলানা আবদুস সালাম জব্বলপুরীকে লিখেছেন:

"আল্লাহ তা'লার রহমতে আমার নামটি সাক্ষীদের নামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, কিন্তু মুস্তফা রেযা খাঁনকে সাক্ষী করা হয়েছে; সে (বৃটিশ) বিচারালয়কে ঘৃণা করে। সে একটি দীর্ঘ চিঠিতে আমাকে লিখেছে যে, আইনতঃ ২০০ মাইল দূরত্বের কোনো বিচারালয়ে কাউকে সাক্ষী হিসেবে তলব করা নিষিদ্ধ।" (মোঃ বোরহানুল হক জব্বালপুরী প্রণীত একরামে ইমাম আহমদ রেযা, লাহোর ১৪০১ হিজরী ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে, পৃষ্ঠা-১৪)

অনুরূপভাবে, মাওলানা হামিদ রেযা খাঁন ১৯২৫ ইং সালে মোরাদাবাদে প্রদত্ত ভাষণে মোকদ্দমা দায়ের করাকে কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং বিবৃত করেছেন যে এভাবে মুসলমানদের ধনসম্পদ তাঁদের শত্রুদের কাছে হস্তান্তরিত হচ্ছে যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে।

"বিচারালয়ে সুদ ও সম্পত্তি ক্রোকের ডিক্রী নিত্য দিন জারি করা হচ্ছে এবং মুসলমানদের ধন-সম্পদ শত্রুদের কুক্ষিগত হচ্ছে যা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হচ্ছে।" (হামেদ রেযা খাঁন কৃত খুতবায়ে সাদারাত, মোরাদাবাদ, ১৯২৫ ইং, পৃষ্ঠা-৪১)

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বৃটিশ শাসনেরও বিরোধী ছিলেন। তিনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় বৃটিশদেরকে সামরিক সাহায্য প্রদানের বিরোধিতা করেন, অথচ এর কিছু বছর আগেই অ-সহযোগ

আন্দোলনের কতিপয় নেতা বৃটিশদেরকে তুষ্ট করার জন্য তুর্কীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। অ-সহযোগ আন্দোলনের একজন প্রখ্যাত নেতা মওলানা মঈনউদ্দীন আজমেরী, যদিও তিনি ইমাম আহমেদ রেযা খাঁনের প্রতিপক্ষ ছিলেন, তথাপিও স্বীকার করেছেন:

"অ-সহযোগ আন্দোলনের ৫নং প্রস্তাবকে উভয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিই (ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ও আশরাফ আলী থানবী) স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এই প্রস্তাবে বিবৃত হয়েছে যে, বৃটিশ সরকারকে সামরিক সাহায্য দেয়া যাবে না।" (মঈনউদ্দীন আজমেরী কৃত কালেমাতুল হক্ব, দিল্লীতে প্রকাশিত ১৯২১ সালে। রইস আহমদ জাফরী কৃত আওরাকে গুম গুশতা গ্রন্থ, লাহোর ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ৫৭৬ হতে সংগৃহীত)

বৃটিশ সরকার ছাড়াও ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বৃটিশ রাজা বাদশাহদের পছন্দ করতেন না। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য অনুযায়ী জ্ঞাত হয়েছে যে, তিনি চিঠির খামের উল্টো দিকে ডাক টিকেট লাগাতেন। সৈয়দ আলতাফ আলী বেরেলবী লিখছেন:

সৈয়দ আলহাজ্জ আইয়ুব আলী রেযভীর ভাষ্যানুযায়ী ইমাম আহমদ রেযা খাঁন এমনভাবে চিঠির খামে ডাক টিকেট সংযুক্ত করতেন যার দরুন রানী ভিক্টোরিয়া, এডওয়ার্ড-৮ এবং জর্জ-৫ গংয়ের মাথা নিচের দিকে থাকতো" দৈনিক জং, করাচী, তাং ২৫/১/১৯৭৯ ইং, পৃষ্ঠা-৬, কলাম-৫)। তিনি শুধু এটা চিঠির খামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং পোস্টকার্ডেও রানী ও রাজার মাথা নিচের দিকে রেখে উল্টো দিক থেকে ঠিকানা লিখতেন (নিচের দলিল চিত্র দ্রষ্টব্য)।

RE PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
REDUCED TO [20MB TO 5MB]
SunniPedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com

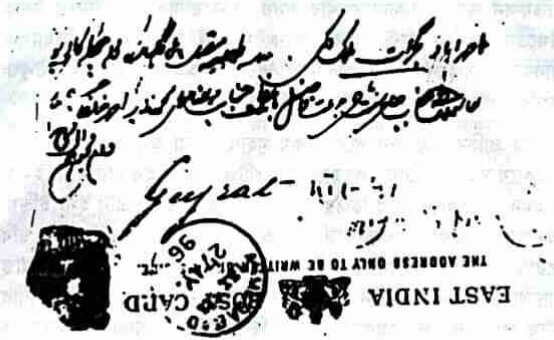

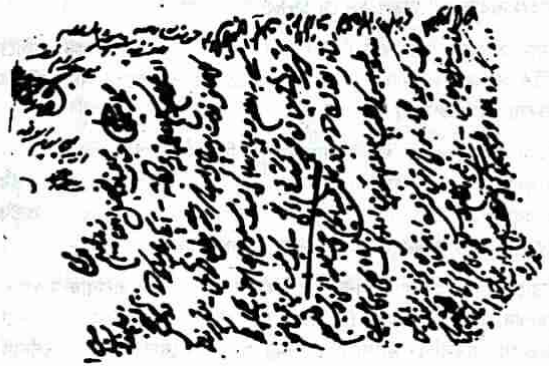

এ লেখাটি প্রস্তুত করার সময় আমি ইসলামাবাদস্থ আল্লামা ইকবাল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবরার হুসাইনের কাছ থেকে একটি চিঠি পাই যা'তে তিনি লিখেছেন:

"গতকাল এক ছাত্র আ'লা হযরত আহমদ রেযা খাঁনের একটি পোস্ট কার্ডের ফটোকপি প্রেরণ করেছে। চিঠির মধ্যে ইমাম সাহেবের ঠিকানা লেখার পদ্ধতি অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক এবং তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা

প্রতিফলন করে। ঠিকানা লেখার সময় তিনি রানীর মাথা নিচের দিকে রাখতেন, অর্থাৎ উল্টো দিক থেকে ঠিকানা লিখতেন।" (অধ্যাপক আবরার হুসাইনের পত্র, বিজ্ঞান বিভাগ, আল্লামা ইকবাল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, তাং-২৫/১১/৮০ ইং)

এ চিঠি প্রাপ্তির কিছু দিন পরে হাকিম মুহাম্মদ মূসা অমৃতসরী (সভাপতি, মারকাযে মজলিছে রেযা, লাহোর)'র পত্রটিও হস্তগত হয় যার মধ্যে ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের ওই চিঠির একটি ফটোকপি ছিল। এটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একটা পোস্টকার্ড যা'তে রানী ভিক্টোরিয়ার একটা ছবি রয়েছে। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন এ চিঠিটি ভারতের আহমেদাবাদ্থ মাদ্রাসায়ে তৈয়্যেবার জনৈক শিক্ষক মওলানা নাযির আহমদ রামপুরীর কাছে প্রেরণ করেন। প্রেরণের তারিখ ছিল ইয়াস্তমুল আরাফা (আরাফাত দিবস) ১৩১৩ হিজরী মোতাবেক ২রা মে ১৮৯৬ ইং। পত্রটি আহমেদাবাদ পৌঁছেছিল ২৭ মে ১৮৯৬ ইং তারিখ।

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) অতিরিক্ত মূল্যের ডাক টিকিট লাগিয়ে বৃটিশ সরকারকে মুনাফা লাভকারী বানাতে পছন্দ করতেন না। এটা এ ঘটনায় প্রমাণিত হয়।

ইমাম সাহেবের এ পত্রটি সাহেবজাদা যিয়াউল মুস্তফা বিন মওলানা আব্দুল কাদের শহীদ (জামেয়া কাদেরীয়া, ফয়সালাবাদ) কর্তৃক সরবরাহকৃত এবং ফিল্মটি ভাই গোলাম ইয়াসিন মিনহাজ কর্তৃক সরবরাহকৃত। আমরা উভয় বন্ধুর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

মীরাটের ধর্মপরায়ণ ও ধনী ব্যক্তি হাজী আলাউদ্দিন একবার মওলানা মুহাম্মদ হোসাইন মীরাটী (তিলিছমী ছাপাখানার মালিক)'কে সাথে নিয়ে কতিপয় সমস্যার ব্যাপারে ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের দর্শনার্থী হয়েছিলেন। ইমাম সাহেব হাজী আলাউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি অতিরিক্ত মূল্যের ডাক টিকিট ব্যবহার করে বৃটিশ সরকারকে মুনাফা লুটতে সহায়তা করছেন। হাজী সাহেব এর অনুশীলন পরিত্যাগ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। (জাফরউদ্দিন কৃত হায়াতে আলা হযরত ১৯৩৮ ইং, ১ম খণ্ড, করাচী, পৃষ্ঠা-১৪০)

রাজা বাদশাহ্দের ছবিসম্বলিত টিকেট ও মুদ্রা রাখা শরীয়তে অনুমতি প্রাপ্ত। কিন্তু ইমাম আহমদ রেযা খাঁন তাঁর বেসালপ্রাপ্তির ২ ঘন্টা ১৭ মিনিট আগে (২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী/ ১৯২১ ইং) অসিয়ত করেছিলেন যে তাঁর বেসাল প্রাপ্তির স্থান বারান্দা হতে সকল ছবিসম্বলিত কার্ড, মুদ্রা ও খাম অপসারণ করতে হবে (হাসনাইন রেযা খাঁন প্রণীত ওয়াসায়া শরীফ, লাহোর, পৃষ্ঠা-৮)। ছবিসম্বলিত চিঠির কার্ড, খাম ও মুদ্রা ইমাম ছাহেব সহ্যই করতে পারতেন না। তাঁর অসিয়তনামার লেখক মওলানা হাসনাইন রেযা লিখেছেন:

"যখন দুটো বাজার চার মিনিট বাকি তখন তিনি সময় কত হয়েছে তা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি দেওয়াল ঘড়ি তাঁর সামনে খোলা রাখতে বল্লেন। অতঃপর হঠাৎ তিনি বল্লেন, ছবি সরিয়ে ফেলো'। তিনি কার্ড, খাম, টাকা-পয়সাগুলো নিজের কাছে রাখতে চাননি।" (প্রাগুক্ত ওয়াসায়া শরীফ, পৃষ্ঠা-৮)

আল্লাহর কী মহিমা! আল্লাহ্তা'লা ইমাম সাহেবের অসিয়ত দ্বারা তাঁর অনুসারীদেরকে তাঁরই ইচ্ছা মান্য করতে বাধ্য করেছিলেন। ইন্তেকালের সময় কোনো ব্যক্তি তাঁর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু খোদা তা'লার পছন্দকৃত বান্দাবৃন্দ এমনই সুখ ও শান্তির মধ্যে ইন্তেকাল করেন যে তাঁদের প্রস্থান অগোচরেই হয়ে যায়।

পংক্তি:

"এমন কী ফেরেশতাকুলও ঈর্ষা করেন এই গভীর সন্তুষ্টি,
তাঁর (খোদার) রহস্যময় বিষয়গুলো করে আমায় হতবুদ্ধি।"

ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের পুত্র মওলানা হামেদ রেযা খাঁনও বৃটিশ সরকারকে ঘৃণা করতেন। তিনি মুসলমানদেরকে সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করে ব্যবসা-বাণিজ্য করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তাদের জীবনযাত্রার মান ও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। তিনি বলেছিলেন:

"মুসলমান ভাইসব! সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করুন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করুন। আপনাদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।" (হামেদ রেযা খাঁন কৃত খুতবায়ে সাদারাত, পৃষ্ঠা-৩৯)

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন যে অ-সহযোগ আন্দোলন করতে চেয়েছিলেন তা আবেগতাড়িত নয়, বরং যুক্তি ও বাস্তবভিত্তিক। গরীবীকে দূর করার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। এ অ-সহযোগ ছিল জ্ঞান ও হেকমতভিত্তিক যা ইসলামী রীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইংরেজী ভাষা ও শিক্ষাকে মুসলমানদের জন্য অপকারী বিবেচনা করতেন। তিনি ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিও ছিলেন বৈরী ভাবাপন্ন। ১৯২১ ইং সালে অ-সহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি হিন্দুদের সাথে মৈত্রী স্থাপনকে নিষেধ করে একখানা পুস্তক রচনা করেছিলেন। এতে তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেন:

"ইংরেজী শিক্ষা মুসলমান ছাত্রদেরকে এমন কতগুলো অর্থহীন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রাখতে প্রণোদিত, যার দরুন তারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অ-মুসলিম বনে যায়। এতে করে তারা নিজেদের ইসলামী পরিচয় ও ধর্ম সম্পর্কে বিস্মৃত হয়।" (ইমাম আহমদ রেযা খাঁন কৃত আল মোহাজ্জাতুল মোতামিনা ফি আয়াতিল মোমতাহিনা; রেসায়লে রেযাভীয়া ২য় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত, ১৯৭৬ ইং সালে লাহোর হতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৯৩)

এটাই সেই গ্রন্থ যার প্রতি বৃটিশ মদদে বিতরিত হওয়ার অপবাদ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। যদি অপবাদটি সত্য হতো, তাহলে ইংরেজী ভাষা, বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে এভাবে সমালোচনা করা হতো না এবং এ সকল তিক্ত মন্তব্যও পেশ করা হতো না। গত শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পর্কে যে ব্যক্তি তুলনামূলক এবং বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করেছেন, শুধু তিনি এ সকল মন্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। এমন কী আজকেও আমরা এ মন্তব্যগুলো দ্বারা সঠিক পথের দিকনির্দেশনা পাবো। আমাদের সিলেবাস না আমাদেরকে খাঁটি মুসলমান বানাচ্ছে, না দেশ দরদী পাকিস্তানী বানাচ্ছে। যে সকল ছাত্র খাঁটি মুসলমান হতে পেরেছেন, তাঁরা তাঁদের পারিবারিক

পরিবেশের কারণেই তা হতে পেরেছেন। (বিশেষ করে পীর-মাশায়েখবৃন্দ খানকাহ ভিত্তিক তা'লিম দ্বারা মুসলমানদের ঈমান-আকিদা বিশুদ্ধ রেখেছেন-অনুবাদক কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন)

সিলেবাস এ ব্যাপারে একেবারেই নিষ্ক্রিয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এক্ষণে সামগ্রিক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন অত্যাবশ্যক, যাতে করে আমাদের ছাত্ররা উপলব্ধি করতে পারে:

১। আমরা কারা?

২। আমাদের দ্বীন বা ধর্ম কী?

এ দুটো প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের জাতীয় প্রগতির চাবিকাঠি। ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের জীবদ্দশাতেই "আল রেযা" শীর্ষক একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা আরম্ভ হয়। এ সাময়িকীটির সম্পাদক ছিলেন ইমাম সাহেবের ভাতিজা মওলানা হাসনাইন রেযা খাঁন। এর একটি সংখ্যায় ইংরেজী শিক্ষা ও বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিম্নোক্ত ভাষায় কঠোর সমালোচনা করা হয়:

"একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ হতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চালু করা হয়েছে। আমরা এর থেকে কোনো ফায়দা হাসিল করতে পারছি না। মুসলমানদেরকে খাঁটি মুসলমানে পরিণত করার ক্ষেত্রে এ সকল প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে সাহায্য করছে না, কিংবা ইসলামী সংস্কৃতির মূল্যবোধ বৃদ্ধি অথবা মুসলমানদের মধ্যে ধার্মিকতা বৃদ্ধিও এগুলো সাধন করছে না। এ সকল প্রতিষ্ঠানের যোগ্য ছাত্ররা ইসলামী মৌলনীতি, সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য, ইসলামী লেনদেন পদ্ধতি এবং ইসলামী জীবনধারণ পদ্ধতির প্রতীক হতে ব্যর্থ। সংক্ষেপে, এ সকল প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের জন্য উপকারী নয়"। (আল রেযা যিলকদ সংখ্যা, ১৩৩৮ হিজরী/১৯৪০ ইং, পৃষ্ঠা-৫, বেরেলী হতে প্রকাশিত)

ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে কী বিজ্ঞ বিশ্লেষণ! বর্তমানে বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণতি যখন আমাদের সামনে উপস্থিত, তখন এই বিশ্লেষণের প্রতিটি বিষয়ই আমাদের হৃদয়কে আকর্ষণ করছে। ইংরেজদের শুভাকাঙ্ক্ষী কোনো পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে এই সমালোচনা আশা করা একেবারেই অসম্ভব।

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) শুধু ইংরেজী শিক্ষাকেই ঘৃণা করতেন না, বরং তিনি বৃটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও ঘৃণা করতেন। তিনি এক বিচার বিভাগীয় প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন:

"ইংরেজ জামাকাপড় পরিধান করার অনুমতি নেই, একদম হারাম। ইংরেজ পোশাকে নামায আদায় করা হলো মাকরূহে তাহরিমী, প্রায় হারামের সমপর্যায়ের। মুসলমান পরিচ্ছদে এই সকল নামায পুনরায় পড়ে নিতে হবে, নতুবা ব্যক্তিটির গুনাহ হবে"। (ইমাম আহমদ রেযা খাঁন প্রণীত আল আতায়া, ফয়সলাবাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪২)

এই কারণে যখন নদওয়াতুল উলামার সভায় ব্যক্তিবর্গ ইংরেজ সার্ট পরে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তখন ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) ব্যঙ্গস্বরূপ নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো পাঠ করেন:

"যদি পুণ্যবান ব্যক্তিদের পোশাক তোমাদের প্রয়োজন হয়,
তবে হাল-ফ্যাশনের কোট ও প্যান্ট মওজুদ রয়।"

(ইমাম আহমদ রেযা রচিত আমল আল আবরার, ১০৯৯ খ্রীঃ পাটনা হতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-২০)

ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের পুত্র মওলানা হামেদ রেযা খাঁন মোরাদাবাদে তাঁর সভাপতির ভাষণে বৃটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির কঠোর সমালোচনা করেন। ১৯২৫ ইং সালে মোরাদাবাদে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বৃটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে প্রকাশ্য সমালোচনা করেন, তা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের দাবিদার এবং তা অধ্যয়ন করা আবশ্যক। নিখিল ভারত সুন্নী সভা যা ২০ হতে ২৩ শে শা'বান ১৩৪৩ হিজরী মোতাবেক ১৬ হতে ১৯ শে মার্চ ১৯২৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে মওলানা হামেদ রেযা খাঁন বলেন:

"আমাদের কতিপয় সাথী যাঁরা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে একেবারেই অজ্ঞ কিন্তু মুসলমানদের নেতৃত্বভার গ্রহণে আগ্রহী, তাঁরা বৃটিশদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। তাঁরা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশারদ তো

ননই, এমন কী নেককার ও জ্ঞানী আলেমদের সাহচর্যও তাঁরা লাভ করতে সক্ষম হন নি। ইংরেজ খ্রীষ্টানদের সান্নিধ্যেই তাঁদের জিন্দেগী গুজরে গেছে। ইংরেজ সংস্কৃতির শরাবে তাঁরা গভীরভাবে মাতাল ছিলেন। তাঁরা মুসলমান তরুণদেরকে বৃটিশ সংস্কৃতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে সফলও হয়েছিলেন। খ্রীষ্টান সংস্কৃতি কখনোই মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। ফলে সংস্কৃতিগত অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়েছে। তাঁরা তা উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির ধরণ সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়াতে তাঁরা তাঁদের পশ্চিমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে স্থায়ী রূপ দানে ব্রত হয়ে দ্বীন ইসলামেরই বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা মুসলমানদেরকে ইসলামী সংস্কৃতি পরিহার করে খ্রীষ্টানী সংস্কৃতি গ্রহণে বাধ্য করেছেন। পশ্চিমা সংস্কৃতির বিষাক্ত ছোবল দ্বারা মুসলমানবৃন্দ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।" (মওলানা হামেদ রেযা খাঁন ছাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ, মোরদাবাদে প্রকাশিত, ১৯৯৫ ইং)

পাক ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের ওপর বৃটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষতিকর প্রভাব অত্যন্ত বাস্তব। এটা একটা বাস্তব ঘটনা যে, ইংরেজ সংস্কৃতির প্রবক্তাবৃন্দ তাঁদের নিজেদের ইসলামী সংস্কৃতিকেই ঘৃণা করতেন এবং ইসলামী সংস্কৃতির মূল্যবোধ সম্পর্কে নিজেদের সাথীদের মাঝে বিদ্বেষভাব প্রসার করতেন। ফলশ্রুতিতে দাড়ি কামানো হয়, ইসলামী লেবাস ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়, মাথা থেকে টুপি নামিয়ে ফেলা হয়, মুসলমান নারীরা পর্দা ছিঁড়ে ফেলে, এমন কী দোপাট্টাও ফেলে দেয়। কার্পেট দূর হয়ে গিয়ে ওর স্থলাভিষিক্ত হয় অত্যাধুনিক ডিজাইনের সোফা সেট। কোনো জাতিই এত ব্যগ্রভাবে নিজ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে নি। ড্রয়িং কামরা থেকে বইপত্র সরিয়ে তদস্থলে মাটির পুতুল ও মডেল স্থাপন করা হয়। আমাদের প্রিয়নবী (দ:) মক্কার বোতখানা থেকে যে মূর্তিগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, তাই আজ আবার প্রতিটি আধুনিক মুসলমানের ঘরকে অলঙ্কৃত করছে। আরবী ও পারসিক সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে মুসলমানদের মনন নিজেদের ইসলামী ঐতিহ্য ও অতীত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আফসোস, নতুন জগতের সন্ধানে বেরিয়ে তাঁরা নিজেদের জগতকেই হারিয়ে ফেলেছেন। ইসলামী মূল্যবোধের ও করণীয় কর্মকাণ্ডের

পুনরুজ্জীবনে এবং পশ্চিমা রীতি-নীতি বর্জনে নতুন চিন্তা ভাবনার আজ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

চিন্তা-চেতনা ও সমালোচনা

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ)'র চিন্তাধারা ছিল সর্বান্তকরণে ইসলামী। তিনি পশ্চিমা ধ্যানধারণার তোয়াক্কা করতেন না। এ কারণেই তিনি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে কঠোর সমালোচনা করতেন এবং ওজনসম্পন্ন যুক্তি দ্বারা তার খণ্ডন করতেন। ডেমোক্রেটিস, আইজাক টিউটন, আলবার্ট আইনস্টাইন, আলবার্ট এফ, পোর্টা প্রমুখের কঠোর সামলোচনা করে ইমাম সাহেব তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে যথাযথ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করেছিলেন এবং তা গৃহীতও হয়েছিল।[৬]

আইজাক নিউটনকে সমালোচনা করে ইমাম সাহেব মন্তব্য করেন:

"নিউটন লিখেছেন যে, পৃথিবী এতই সংকুচিত হয়েছে যার দরুন এর লোমকূপগুলো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তাহলে এর ঘনত্ব (নিউটনের ভাষ্যানুযায়ী) এক ঘন ইঞ্চির বেশি হতে পারে না।" (মাসিক আল রেযা পত্রিকায় প্রকাশিত ফওযে মুবীন দার রদ্দে হরকত-ই-যমীন শীর্ষক প্রবন্ধ, বেরেলী, যেলকদ ১৩৩৮ হিজরী/১৯১৯ ইং সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৩৯)

[৬] ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক আলবার্ট পোর্টা, স্যান ফ্রানসিসকো আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কয়েকটি গ্রহ সূর্যের সামনে চলে আসার দরুন উদ্ভূত মধ্যাকর্ষণ পৃথিবীতে তান্ডব সৃষ্টি করবে। এ খবরটি বানকিপুর ভারত হতে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক এক্সপ্রেস পত্রিকায় ১৮ই অক্টোবর ১৯১৯ সালে ছাপা হয়। ফলে ভারতে ভীতি দেখা দেয়। এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আলা হযরতকে জানানোর পরে তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা তা খণ্ডন করেন। ১৯১৯ সালেই তিনি এর খণ্ডনে একটি পুস্তক লেখেন যার নাম মুঈন-ই-মুবীন বাহারাদ দার শামস্-সাকুন-ই-যমীন। ১৯১৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর সংখ্যার নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ১২/১২/১৯১৯ তারিখে কয়েকটি দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সারা বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন সেই দিন। কিন্তু কিছুই ঘটলো না এবং দিনটি নিরাপদে কেটে গেলো। এই প্রাকৃতিক ঘটনা আলা হযরতের কথাকেই সমর্থন দিয়েছিল যা'তে তিনি বলেছিলেন- "একজন মোমেনের বিজ্ঞতাকে ভয় কর, কেননা তিনি আল্লাহর জ্যোতি দ্বারা দর্শন করেন"। -মাসউদ আহমদ

অতঃপর ইমাম সাহেব লিখেছেন যে, নিউটন একটি অবৈজ্ঞানিক ও উদ্ভট ধারণা ব্যক্ত করেছেন (প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা-৩৯)। অনুরূপভাবে, তিনি আইনস্টাইন ও মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলবার্ট এফ, পোর্টারও সমালোচনা করেন। উভয়ই তাঁর সমসাময়িককালের ছিলেন। যখন পোর্টা-র ভবিষ্যদ্বাণী পাটনার দৈনিক এক্সপ্রেস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন মওলানা জাফর উদ্দীন বিহারী পেপার কাটিং ইমাম সাহেবের কাছে প্রেরণ করেন এবং তাঁর মতামত জানতে চান। ইমাম সাহেব এ ভবিষ্যদ্বাণীকে ছেলেমানুষি আখ্যায়িত করেন। তিনি আরো বলেন যে, পোর্টা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক, খ, গ-ও জানেন না। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীটি ভুলে ভরপুর (মওলানা জাফরউদ্দীনকে লেখা ইমাম সাহেবের পত্র, তাং ১৪ই সফর ১৩৩৮ হিজরী/১৯১৯ ইং)। পরবর্তীকালে ইমাম সাহেব জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর একটি বই লেখেন যার মধ্যে তিনি পোর্টা-র ভবিষ্যদ্বাণীকে খণ্ডন করেন।

খ্রীষ্টানদের সমর্থক, অনুসারী ও প্রেমিক গং

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বৃটিশ ও তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষী, অনুসারী এবং প্রেমিকদের কঠোর সমালোচনা করেন। বৃটিশদের দালাল হলে তিনি এ রকম করতেন না।

মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বৃটিশের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং বৃটিশরাও তাঁকে পছন্দ করতেন। ডঃ মুহাম্মদ ইকবালের মতানুসারে কাদিয়ানী আন্দোলনের প্রথম দুটো বৈদেশিক কেন্দ্র ভোকিং (ইংল্যান্ড) ও আশেকাবাদ (সোভিয়েত ইউনিয়ন)- এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মীর্যা গোলাম আহমদের বিরুদ্ধে প্রথম কলম ধরেন মওলানা হামেদ রেযা খাঁন। কানপুর হতে ১৩১৫ হিজরী/১৮৯৭ ইং তারিখে প্রেরিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি নিম্নোক্ত পুস্তিকাটি প্রণয়ন করেন, আছ ছারেমুর রব্বানী আ'লা ইছরাফে কাদিয়ানী। পাটনা হতে প্রকাশিত মাসিক তোহফায়ে হানাফিয়্যা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েক মাস এ পুস্তিকা ছাপা হয়। অতঃপর বেরেলী হতে এটা পুস্তাকারে প্রকাশ করা হয়। (ইমাম আহমদ রেযা রচিত আছ ছুয়ু ওয়াল ইকাব পুস্তকের সাথে মওলানা হামেদ রেযা

খাঁন একটি পত্র প্রচার করেন, যা'তে তিনি কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং এই লক্ষ্যে তিনি আর্থিক দান কামনা করেন। তাঁর এ আবেদন ১৪ই যেলকদ ১৩২০ হিজরী তারিখে করা হয়-অধ্যাপক মাসউদ আহমদ)

১৩২০ হিজরী/১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ সালে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব অমৃতসরের মওলানা মোঃ আবদুল গনীর এক প্রশ্নের জবাবে আছ ছুয়ু ওয়াল ইকাব নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। এ পুস্তকের ১ম সংস্করণটি (১৩২০ হিজরীতে বেরেলী হতে প্রকাশিত) আমার সামনে মওজুদ। মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তাঁকে নবী মান্যকারী তাঁর ভক্তদেরকে ইমাম সাহেব কাফের এবং মুরতাদ ঘোষণা করেছেন। ইমাম আহমদ রেযার ভাই মওলানা মুহাম্মদ হাসান রেযা খাঁন ১৩২৩ হিজরী সালে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে একটি সাময়িকী পত্রিকা বের করেন। এ সাময়িকীটির ২য় সংখ্যা (লাহোর হতে সৈয়দ আইয়ুব আলী রেযভী কর্তৃক ১৯২৫ ইং সালে প্রকাশিত) আমার সামনে মওজুদ। সংক্ষেপে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন, তাঁর ভ্রাতা ও তাঁর পুত্রবৃন্দ কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে প্রচুর লিখেছেন এবং প্রচার করেছেন।

পাকিস্তানে ১৯৫৩ ইং সালে ১ম খতমে নবুয়্যত আন্দোলনের সময় ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের অনুসারীবৃন্দ পুরোধায় ছিলেন এবং কেউ কেউ শাহাদাতও বরণ করেন (মওলানা আব্দুল আলীম সিদ্দিকী কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে একটি পুস্তক লিখেন যার আরবী সংস্করণের নাম আল মিরাত, উর্দু সংস্করণের নাম মির্যায়ী হাকিকাত কা ইযহার এবং ইংরেজী সংস্কণের নাম THE MIRROR)। ২য় খতমে নবুয়্যত আন্দোলন (১৯৭৪ ইং) চলাকালে ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের উত্তরসূরী আল্লামা আব্দুল আলীম সিদ্দিকীর পুত্র আল্লামা শাহ আহমদ নুরানী ও মওলানা আমজাদ আলী আযমীর পুত্র আল্লামা আবদুল মোস্তফা আল আযহারী এ উদ্দেশ্যে কাঙ্ক্ষিত সাহায্য ও খেদমত করেছেন। ১৯৭৭ ইং সালের ৩০শে জুন তারিখে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলমান সংখ্যালঘু ঘোষণার লক্ষ্যে বিরোধী দল পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তা অবশেষে হাউস কর্তৃক পাশ হয়ে যায়। ১৩১৫ হিজরী সালে মওলানা হামেদ রেযা খাঁন ও ১৩২০ হিজরী সালে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন এবং অন্যান্য উলামাবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে যে ফতোয়া প্রদান করেন, তা পাকিস্তান জাতীয়

পরিষদ সমর্থন দিয়ে বাস্তবায়িত করে। ইংরেজদের অনুসারী, প্রেমিক ও সাহায্য প্রত্যাশী ব্যক্তিরা ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ সভ্যতা-সংস্কৃতি পরিবেশনে স্যার সৈয়দ আহমদের প্রচষ্টোর সাথে অ-সহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দুদেরকে তুষ্ট করার জন্য মুসলমান জাতিয়তাবাদী নেতাদের কৃত কর্মের একটি তুলনামূলক গবেষণা ইমাম সাহেব পরিচালনা করেন এবং অতঃপর লিখেন:

"নেতৃত্ব বৃটিশদের দাসত্বে এখন অনুতাপ করছেন, অথচ ইতিপূর্বে তাঁরা এর অনুমোদন করেছিলেন।[৭]

এ দাসত্বের পরিণতি: বৃটিশের মত বানর নাচ নাচা, শরীয়তের হেয়করণ, নাস্তিক্যবাদের প্রসার এবং প্রকৃতি পূজা ধ্বংসাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে।" (ইমাম আহমদ রেযা খাঁন কৃত আল মোহাজ্জাত আল মো'তামিনাহ, লাহোরে প্রকাশিত, ১৯৭৪ ইং, পৃষ্ঠা-৯৪)

বৃটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুকরণ হতে নিঃসৃত ক্ষতিকর ফল সম্পর্কে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি প্রতিটি ক্ষতিকেই চিহ্নিত করেছিলেন যার দরুন ইংরেজ সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ইমাম সাহেবের মতানুযায়ী এই অনুকরণ নিম্নোক্ত কুফলের জন্ম দিয়েছে:

[৭] উদাহরণ স্বরূপ-১৯১৯/২০ সালের খেলাফত আন্দোলনে মওলানা মোঃ আলী জওহার বৃটিশদের বিরোধী হলেও ১ম বিশ্বযুদ্ধে তিনি বৃটিশের পক্ষে তুর্কীদের বিরোধিতা করেছিলেন যা তাঁর ভাষায় নিম্নরূপ- "আমরা যুদ্ধের সাহায্যস্বরূপ ১৫০০ কোটি রূপী দান করেছিলাম এবং যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ সৈন্য পাঠিয়েছিলাম। আমরা আমাদের ঈমান বিসর্জন দিয়েছিলাম, ফলে মুসলমানবৃন্দ পরস্পর হানাহানিতে মেতে উঠেছিলেন" (আওরাকে গুম্ গুশ্তা, ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-১২০)। অনুরূপভাবে, অ-সহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী গান্ধীজি ১ম বিশ্বযুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। চাক্ষুস সাক্ষী সৈয়দ সোলেমান আশরাফ লিখেছেন, "যখন তুর্কীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো হলো, তখন কেউই প্রতিবাদ করলো না। পক্ষান্তরে শ্রী গান্দীজি বিদেশে সৈন্য প্রেরণে ও সৈন্য সংগ্রহে অনেক পরিশ্রম করেছিলেন" (সৈয়দ সোলেমান আশরাফ রচিত আল্ নূর, আলীগড় হতে প্রকাশিত, ১৩৩৯ হিজরী, ১৯২১ ইং, পৃষ্ঠা-১৪৭ এবং ১৪৯)।

ইংরেজ চাল-চলন গ্রহণ: অর্থাৎ মুসলমানবৃন্দ নিজেদের সংস্কৃতি বাদ দিয়ে ইংরেজ চালচলন গ্রহণ করে নেন। তাঁরা নিজেদের সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে অপরেরটা গ্রহণ করেন। বর্তমানে এ বিষয়টি সর্বজনবিদিত।

শরীয়তকে হেয়করণ: পশ্চিমা চিন্তা-চেতনার আলোকে মুসলমানবৃন্দ শরীয়তের আদেশ-নিষেধকে গুরুত্বহীন বিবেচনা করতে শুরু করেন এবং তাঁরা ধর্মীয় মৌলনীতিসমূহের সাথে দ্বিমত পোষণ করার মত ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে মোটেও লজ্জিত হন নি। এ বিষয়টিকে তার প্রাপ্য গুরুত্ব দেয়া উচিৎ।

নাস্তিক্যবাদ: দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে বে-খবর হয়ে মুসলমানবৃন্দ নাস্তিক্যবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। উদাহরণস্বরূপ, মওলানা আবুল কালাম আযাদ (কংগ্রস নেতা) ও মওলানা আবদুল মজীদ দরিয়াবাদী স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা কিছু সময়ের জন্য নাস্তিক ছিলেন। বর্তমানেও কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি নাস্তিক্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট ।

প্রকৃতিবাদ: অর্থাৎ মুসলমানবৃন্দ আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলেন; প্রকৃতিকেই তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করতেন। এভাবে তাঁরা ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁরা পুরোপুরিভাবে যুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁদের হৃদয়গুলো তরীকত ও আধ্যাত্মিকতাশূন্যও হয়ে পড়েছিল।

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:)'র লেখনী হতে এটা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি অ-সহযোগ আন্দোলনে হিন্দুদের প্রতি সহযোগিতা দানকারী অথচ ইংরেজ সভ্যতা-সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করার প্রক্রিয়া ঘৃণাকারী ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যসমূহকে সন্দেহ করতেন। এক স্থানে তিনি বিচক্ষণতার সাথে লিখেছেন:

বৃটিশ চাল-চলন গ্রহণ হতে মুক্তি লাভ করা এবং নাস্তিক্যবাদ ও প্রকৃতিবাদ বর্জন করা হৃদয়কে প্রশান্তি দানকারী ধ্যানধারণা। আল্লাহ তা দান করুন, কিন্তু এগুলো স্রেফ সাহায্য ও সংশ্লিষ্টতা এড়িয়েই অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন তা নির্বাপিত করেই তা করা সম্ভব। অন্যান্য অনেক নেতার মাঝেও এর বিক্ষিপ্ত শিখা প্রজ্জ্বলিত পাওয়া যাচ্ছে।" (ইমাম আহমদ রেযা খাঁন কৃত

আল মোহাজ্জাত আল মোতামিনা ফি আয়াত আল মোমতাহিনা; রেফারেন্স-রাসায়েল-ই-রাযভিয়্যা ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৩, লাহোর ১৯৭৬ ইং)

একইভাবে যখন নদওয়ার আলেম-উলামা বৃটিশের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করেন ও তাঁদের সভায় বৃটিশদেরকে আমন্ত্রণ করতে শুরু করেন এবং তাঁদের মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর বৃটিশদের দ্বারা স্থাপন করান, তখন ইমাম আহমদ রেযা খাঁন তাঁদের তীব্র সমালোচনা করেন। ইমাম সাহেবের মতানুযায়ী নদওয়ার লোকেরা বৃটিশ শাসন সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধ্যান-ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন:

"খোদা তা'লা সকলেরই প্রতি সন্তুষ্ট এবং সকলেরই প্রতি অনুরূপ আচরণ করেন। তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে তিনি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন না। বৃটিশ সরকারের ব্যাপারটি তাঁর পছন্দেরই একটি নিদর্শন। বৃটিশ সরকারের উদাহরণকে সামনে রেখে খোদার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সম্পর্কে একটি ধারণা যে কোনো ব্যক্তি গঠন করতে পারে।" (আবদুল ওয়াহেদ কৃত দরবার হক-ও-হেদায়েত, পাটনায় প্রকাশিত, ১৩১৮ হিজরী/১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা-১২৩)

নদওয়াতুল উলামা ১৩১০ হিজরী/১৮৯২ সালে কানপুরস্থ মাদ্রাসায়ে ফয়েযে আম-এর বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জ মোরাদাবাদের খলিফা মওলানা মুহাম্মদ আলী মনগারী এর প্রথম সভাপতি হন। মওলানা লুৎফুর রহমান (আলীগড়) এবং মওলানা আহমদ হাসসান কানপুরী ছিলেন সংস্থাটির পৃষ্ঠপোষক। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন কানপুরে অনষ্ঠিত এর একটি বার্ষিক সভায় যোগ দান করেন এবং পাঠ্যক্রম সংশোধনের ওপর একটি প্রবন্ধও পাঠ করেন। (নদওয়াতুল উলামার বার্ষিক প্রতিবেদন, কানপুর, ১৩১২ হিজরী)

কিন্তু অকস্মাৎ নদওয়াতুল উলামার পলিসির পরিবর্তন ঘটে। তাই ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) দূরে সরে দাঁড়ান এবং ১৩১৩ হিজরী/১৮৯৫ সালে সংস্থাটির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেন। ওই একই সালে নদওয়াতুল উলামার লক্ষ্ণৌ সভায় রাণী ভিক্টোরিয়া ও লেফটেনান্ট গভর্ণর লর্ড এলজিনকে প্রশংসা করে একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করা হয়, যার কয়েকটি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

"রাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ হোক; যতদিন তারকারাজি আকাশে জ্বল জ্বল করবে, জোনকি পোকা পৃথিবীকে আলোকিত করে রাখবে, যতদিন বাগানে ফুল তার সৌরভ ছড়াবে, এবং গাছে পাখিরা গান করবে, ততদিন যেন লর্ড এলজিনের তারকা জ্বলজ্বল করে এবং তাঁর মর্যাদা যেন উড্ডীন হয়।" (খাজা রাযী হায়দার কৃত তাযকিয়ায়ে মুহাদীসে সুরতী, করাচী ১৯৮১, পৃষ্ঠা-১০৬)

এটা নিশ্চিত যে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) এমন কোনো সংস্থার সাথে জড়িত থাকতে পারতেন না যার কর্মকর্তারা রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। ইমাম সাহেবের এমনই মনোভাব ছিল যে, রাণী ভিক্টোরিয়ার ছবিসম্বলিত পোস্টকার্ডে ঠিকানা লেখার সময় তিনি উল্টো দিক থেকে শুরু করতেন যাতে রাণীর ছবি নিম্নমুখী থাকে। তাই তিনি নদওয়াতুল উলামার তীব্র সমালোচনা করে তাঁর "হাদাইকে বখশিশ" নামক গ্রন্থে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখেন। এ সকল ছত্রে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) উলামাবৃন্দের গদিতে বৃটিশদের উপবেশন, ধর্মীয় সভাগুলোকে বৃটিশ ফ্যাশন অনুযায়ী সজ্জিতকরণ, বৃটিশ সাহায্য গ্রহণ কিংবা তাদেরকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বরণ ইত্যাদি কর্ম পছন্দ করতেন না। এ কারণেই ১৯০০ ইং সালের পাটনা সেশনে তিনি তাঁর রচিত ও পঠিত আরবী কাসিদায় নদওয়ার লোকদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন:

"তোমরা এ জগতে এবং পরকালে তোমাদের প্রাপ্য অংশকে বিনষ্ট করেছো; শপথ খোদার, নিশ্চয়ই এটা মহা এক ক্ষতি।"

ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক বন্ধন

কোনো ব্যক্তির পছন্দ এবং তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রতিভাত করে। তিনি যে কেউ হতে পারেন, কিন্তু এটা জরুরি যে তাঁর বন্ধুত্বের পাত্র তাঁরই মন-মানসিকতার সমপর্যায়ের হতে হবে। এক্ষণে আমরা ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ)'র বন্ধু-বান্ধব ও তাঁর মুরব্বি এবং তাঁর কথাবার্তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো। আমরা

দেখবো তাঁর সখ্যতা বৃটিশদের সাথে ছিল কি-না, অথবা তাঁর বন্ধুবর্গ ও মুরুব্বিবৃন্দ বৃটিশদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন কি-না।

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) ১৩৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৯১৯ সালে মওলানা আবদুস সালামের আমন্ত্রণে জব্বালপুরে গিয়েছিলেন। উল্লেখ থাকা আবশ্যক যে, ওই বছরই খেলাফত আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এবং তখন ব্যাপক বৃটিশ সরকারবিরোধী কার্যক্রম চলছিল। জব্বালপুরে তাঁর ক্ষণস্থায়ী সফরে ইমাম সাহেব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখার উদ্দেশ্যে বের হতেন। মুফতী মুহাম্মদ বুরহানুল হক জব্বালপুরী (মওলানা আবদুস সালামের পুত্র) যিনি বর্তমানে প্রায় এক'শ বছর বয়সী হবেন, তিনি লিখেছেন, "একদিন আসর নামাযের বাদে মওলানা (ইমাম সাহেব) প্রকৃতি দর্শনের উদ্দেশ্যে 'গান ক্যারেজ' ফ্যাক্টরীর দিকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে রওয়ানা হলেন। বৃটিশ সেনা বাহিনীর কতিপয় সৈন্য তখন ফ্যাক্টরী হতে তাদের ছাউনিতে প্রত্যাবর্তন করছিল। তাদেরকে দেখে আ'লা হযরত বল্লেন, হতভাগার দল, এরা একদম বানর। (মুফতী বুরহানুল হক কৃত একরামে ইমাম আহমদ রেযা, লাহোর ১৪০১ হিজরী/১৯৮১ ইং, পৃষ্ঠা-৯১)

যে ব্যক্তি ইউরোপীয়দেরকে বানর আখ্যা দেন, তিনি তো তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারেন না।

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সম্পর্কে বলেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মওলানা আবদুল কাদের বদায়ুনী (১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক মওলানা ফয়েজ আহমদ বদায়ুনীর ভ্রাতা) এবং মওলানা কেফায়েত আলী কাফী যিনি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। মওলানা ফয়েজ আহমদ আগ্রা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও শাহাজাহানপুর রণাঙ্গনে লড়াই করেছিলেন এবং সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন। মওলানা কেফায়েত আলী কাফী ছিলেন মোরাদাবাদ অঞ্চলের 'সদরুশ শরীয়া'। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৮ সালে তাঁকে হত্যা করা হয়। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন এই মুজাহিদকে অত্যধিক ভালবাসতেন, যা তাঁর লিখিত দুইটি পংক্তিতে প্রতিভাত হয়। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব (রহঃ) মওলানা কাফীর না'ত পদ্যের প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে একটি কাতায় (ছত্রে) তিনি

কাফীকে না'তিয়া পদ্যের রাজা এবং নিজেকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকার করেছিলেন। ইমাম সাহেব লিখেছেন,

"আমার মুখের (বাণীর) সৌরভে বিশ্ব-ভুবন হয়েছে সুগন্ধময়,
এথা মিষ্টি সুরগুলোর তিক্ত কোনো পরশ নেই,
কাফী হলেন কবিদের রাজা যিনি লিখছেন মহানবীর প্রশংসায়,
আর আমি-ই হবো প্রধানমন্ত্রী আল্লাহ্ তা'লার করুণায়।"
(ইমাম আহমদ রেযা কৃত হাদাইকেক বখশিশ, বদায়ুন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৩/৯৪)

এই পদ্যটি ১৯ শতকের শেষভাগে রচিত হয়েছিল, যখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন ছিল যে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের নৈকট্য স্বাধীনভাবে প্রকাশ করাও কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। একজন বৃটিশ দালালের কাছ থেকেও এটা আশা করা অসম্ভব ছিল যে তিনি বৃটিশের একজন ঘোর শত্রুর সাথে তাঁর না'ত পদ্যের যোগসূত্র স্থাপন করবেন।

অপবাদ ও তার কারণসমূহ

এ যাবৎ পেশকৃত প্রমাণাদি ও তথ্যাবলী হতে পরিস্ফুট হয় যে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) বৃটিশের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, আবার ইংরেজ তথা তাঁদের প্রশাসন, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, ধ্যান-ধারণা এবং চেহারারও প্রেমিক ছিলেন না। বৃটিশের সাথে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁর প্রতিপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি যে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, তাতে তাঁর ঘৃণা পরিমাপ করা যায়।

"তাঁরা হয়তো একটা সুযোগ পেতে পারে এ কথা বলার যে, তিনি (ইমাম সাহেব) মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। তিনি বৃটিশের মিত্র ছিলেন।" (ইমাম আহমদ রেযা খাঁন কৃত দাওয়ামুল আইশ, ১৯২০ ইং, লাহোরে ১৯৮০ সালে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা-৯৪/৯৫)

তাহলে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ)-কে বৃটিশ দালাল আখ্যা দেয়ার প্রকৃত কারণগুলো কী ছিল? এই লেখকের মতে কারণগুলো ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় প্রকৃতিরই ছিল।

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ)'এর সাথে তাঁর প্রতিপক্ষের মতদ্বৈততা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল যা তাঁদেরকে বিরক্ত করে তোলে। কিন্তু এগুলোর সবই ধর্মীয় অঙ্গনে সীমাবদ্ধ ছিল। ইমাম সাহেবের প্রতিপক্ষ তাঁর তীব্র সমালোচনার মুখে রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরা এতে যথেষ্ট সফলও হয়েছিলেন। বৈরী প্রচার প্রপাগাণ্ডা ইমাম সাহেবকে শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্ধ শতাব্দীকাল গোপন করে রেখেছিল। অবশেষে এই মিথ্যা প্রচারণা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে এবং সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে।

১৯১৯ ইং সালে খেলাফত আন্দোলন শুরু করা হয়। বৃটিশ ও তার মিত্রদের তরফ হতে সুলতান আবদুল হামিদ খাঁনের তুর্কী সাম্রাজ্য যে হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল, সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ আন্দোলন আরম্ভ করা হয়। বাহ্যিকভাবে এটা একটা ধর্মীয় আন্দোলন ছিল, কিন্তু এর লক্ষ্য ছিল একেবারেই রাজনৈতিক যা প্রতিভাত হয়েছে গান্ধী ও হিন্দুদের সাথে সংশ্লিষ্টতা থেকে। বস্তুতঃ এ আন্দোলনের ছদ্মাবরণে হিন্দুরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিছু সাদাসিধা মুসলমান এ বাস্তবতা সম্পর্কে অনবগত ছিলেন। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) রাজনৈতিক এ কপটতা পছন্দ করতেন না, আবার রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ধর্মকে বলি দিতেও রাজি ছিলেন না। খেলাফত আন্দোলনের প্রবক্তারা মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে একটি কূটচালের আশ্রয় নেন। তাঁরা তুর্কী সুলতানকে খলিফা এবং তুর্কী সাম্রাজ্যকে তুর্কী খেলাফত ঘোষণা করেন। ইসলামী শরীয়তে খলিফাতুল ইসলাম ও সুলতানের জন্য পৃথক পৃথক বিধান দেয়া হয়েছে। সুলতান ও তাঁর রাজ্যের প্রতিরক্ষা করা হলো পরিস্থিতি অনুযায়ী আধা জরুরি। এই পার্থক্যই ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রঃ)-কে খেলাফত আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তিনি আবদুল হামিদকে তুরস্কের সুলতান হিসেবেই বিবেচনা করতেন। তিনি তাঁকে খলিফা হিসেবে স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু তিনি সুলতানকে পরিস্থিতি অনুযায়ী সাহায্য করার বিষয়টিকে আধা জরুরি বিবেচনা করতেন। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রতিভাত করেছে এ বাস্তবতাকে যে, তুর্কীরা সুলতান আবদুল হামিদকে একজন রাজা এবং তার প্রশাসনকে একটি সাম্রাজ্য বিবেচনা করতেন। এ কারণেই বৃটিশরা নয়, বরং মোস্তফা কামাল পাশা (কামাল আতাতুর্ক)

স্বয়ং আবদুল হামিদকে রাজার পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁকে তুরস্ক থেকে নির্বাসিত করেন। এতে সকল রাজনীতিবিদ-ই হতভম্ব হয়ে যান। মুখ রক্ষার্থে মুসলমান নেতৃবৃন্দ মোস্তফা কামাল পাশাকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। অথচ তিনিই সুলতান আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন যা বৃটিশরা ধারণা করেছিলেন।

খেলাফত আন্দোলনে অসম্পৃক্ততার কারণে ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়। আজো তা করা হচ্ছে, যদিও বাস্তবতা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদবৃন্দ প্রচারণার সাথে জড়িত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৩৩৯ হিজরী/১৯২১ সালে বেরেলীতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ্ সংস্থার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সূত্রে মওলানা আবুল কালাম আজাদ (কংগ্রেস নেতা) ওই সালের ১৩ই রজব একখানা পত্র লিখেন যা কূটনৈতিক চালশূন্য ছিল না। এর থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের প্রতিপক্ষ তাঁর নির্মল ধর্মীয় অবস্থানকে রাজনৈতিক রং লাগিয়ে তাঁকে সর্বসাধারণের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন।

মওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেনঃ

"অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে ইসলামী খেলাফতের প্রতিরক্ষা, অ-সহযোগ ও ইসলামের শত্রুদের সহায়তা দান ইত্যাদি চলতি বিষয়াদির ক্ষেত্রে আপনার (ইমাম সাহেবের) মতপার্থক্য সর্বজনবিদিত।" মুহাম্মদ জালালউদ্দীন প্রণীত 'আবুল কালাম আজাদের ঐতিহাসিক পরাজয়, লাহোর, পৃষ্ঠা-৮০/৮১)

ইতিহাসে অজ্ঞ যে কোনো ব্যক্তিই এ সকল কথায় বিভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু যাঁরা সম্যক অবহিত তাঁরা ভালো করেই জানেন যে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন তুর্কীদেরকে সাহায্য করার বিরোধী ছিলেন না (তাঁর দল রেযায়ে মোস্তফা তুরস্ককে সাহায্য করার চেষ্টায় রত ছিল; বিস্তারিত জানার জন্য ইমাম আহমদ রেযা প্রণীত দাওয়ামুল আয়শ ফিল আইম্মা মিন কুরাইশ, লাহোর ১৯৮০, কিংবা ডঃ মাসউদ আহমদ রচিত ফাযেলে বেরেলভী আওর তরকে মাওয়ালাত, লাহোর ১৯৭১, অথবা ডঃ মাসউদ

আহমদ কৃত তাহরিকে আযাদী-এ-হিন্দ আওর আল সাওয়াদ আল আযম গ্রন্থগুলো পড়ুন)। তিনি ইসলামের শত্রুদের শুভাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন না। তিনি বৃটিশ এবং হিন্দু উভয়েরই বিরোধী ছিলেন। খেলাফত আন্দোলন থেকে তাঁর দূরে থাকাকে বৃটিশের সাথে তাঁর গোপন আঁতাতের ফলশ্রুতি বলেই মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের আবেগতাড়িত ফোরামে বিচার-বিবেচনার কোনো স্থানই নেই। তাই সবাই এ প্রপাগাণ্ডায় বিশ্বাস করে বসেন এবং প্রতিপক্ষ সফলতা লাভ করে। ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের এই জীবনীভিত্তিক পর্যালোচনাটি-ই সর্বপ্রথম সত্যকে উদ্ভাসিত করে এবং মিথ্যাকেও প্রকাশ করে।

খেলাফত আন্দোলন ও তার কারণসমূহের ব্যাপারে তাঁর প্রতিপক্ষের মনোভাব আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন লিখেনঃ

"তাঁরা ভালভাবেই জানতো যে তারা কিছুই করতে পারবে না। তারা নিজেরাতো নয়, তাদের সাথীরাও নয়। আরো হৈচৈকে সমর্থন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। যাঁরা জ্ঞানী এবং ধার্মিক তাঁরা তাঁদের পরহেযগারীকেই অর্থহীন হৈচৈকর শ্লোগানে মনোযোগ দেয়ার চেয়ে অগ্রাধিকার দেবেন। আর যদি তাঁরা কোনো আন্দোলনে যোগ দেয়ার ইচ্ছা পোষণই করে থাকেন, তবে আহলে সুন্নাতের মতাদর্শই তাঁদের কাছে সব চেয়ে প্রিয়। অতএব, এ আন্দোলন এমন একটি পটভূমি সৃষ্টি করেছে যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শের ঘোর বিরোধী। এর উদ্দেশ্য আহলে সুন্নাত যেন সহযোগিতা না করতে পারে এবং এর দরুন যাতে যে কেউ এ কথা বলতে পারে যে, আহলে সুন্নাত মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। তাঁরা বৃটিশের দালাল। ফলে সর্বসাধারণ যেন আহলে সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং দেওবন্দী ও ওহাবী মতবাদ যেন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।" (ইমাম আহমদ রেযা খাঁন কৃত দাওয়াল আয়শ, পৃষ্ঠা-৯৪/৯৫)

খেলাফত আন্দোলনের মতই ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) নীতিগতভাবে অসহযোগ আন্দোলনেরও বিরোধী ছিলেন যা ১৯২০ সালে শ্রী গান্ধী আরম্ভ করেন। অবিভক্ত ভারতে মুসলমান রাজা বাদশাহদের উদারতা ও সহিষ্ণুতার দরুন হিন্দু সম্প্রদায় সর্বদাই সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকেন, পক্ষান্তরে মুসলমানবৃন্দ সব সময়ই সংখ্যালঘু থেকে যান। সাধারণতঃ

সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভয় করে এবং এর উল্টো হয় না। অতএব, মুসলমানবৃন্দ বৃটিশদের চেয়ে হিন্দুদেরকেই বেশি ভয় পেতেন এবং এর দৃষ্টান্ত ও সাক্ষ্য প্রকাশিত হয়েছে। এটা কোনো রহস্য নয়। আকবর বাদশাহর শাসনামলে মুসলমানবৃন্দ ভারতের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতেন, কিন্তু হিন্দুরা তাঁদের রাজনৈতিক কূটচাল দ্বারা এমনভাবে রাজনীতির মঞ্চে প্রবেশ করেন যার দরুন খোদ দ্বীন-ইসলামই হুমকির সম্মুখীন হয়। যে সকল মানুষের গভীর ঐতিহাসিক দূরদর্শিতা আছে, তাঁরা এ বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

জাতিয়তাবাদী মুসলমান ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ সংস্থার নেতৃবৃন্দের মনোভাব এ ঐতিহাসিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে একেবারেই নির্বিকার। তাঁরা অবিভক্ত ভারতে দীর্ঘ মুসলিম শাসনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এবং দেশের রক্তক্ষয়ী ঘটনাপ্রবাহকে অবজ্ঞা করেন এবং হিন্দুদের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারণ করেন এমনিভাবে, যার দরুন তাঁরা হিন্দুদেরকে নিজেদের নেতা ও পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করে নেন। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) এই রাজনৈতিক প্রবণতার ঘোর বিরোধী ছিলেন, কেননা এটা ইসলামের চরম ক্ষতি করছিল। যদি মুসলমানবৃন্দ হিন্দুদের সাথে বন্ধুত্ব না করতেন এবং শুধু স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতেন, তাহলে তাঁরা ইমাম আহমদ রেযা খাঁনকে তাঁদের সহযোগী হিসেবে পেতেন। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তান আন্দোলনে যেখানে একজন হিন্দুও অংশগ্রহণ করেন নি, সেখানে ইমাম সাহেবের অনুসারীবৃন্দ, খলিফাবৃন্দ ও আত্মীয়স্বজন সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ইমাম সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিকের চেয়ে ধর্মীয়ই ছিল বেশি। তিনি এটা পছন্দ করেন নি যে, মুসলমানবৃন্দ বৃটিশের দাসত্বের পরে হিন্দুদের রাজনৈতিক দাসে পরিণত হন এবং তাঁদেরকে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা বানান। জাতিয়তাবাদী মুসলমানদের অন্ধ বিশ্বাস ছিল হিন্দুদের সৎ উদ্দেশ্যের প্রতি, কিন্তু ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের কোনো আস্থা ছিল না হিন্দুদের ওপর এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তাঁর শঙ্কাকেই সত্য প্রমাণিত করেছিল।

সম্প্রতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অপ্রকাশিত গ্রন্থ My Truth (আমার সত্য) হতে কিছু উদ্ধৃতি করাচীর দৈনিক জং পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যা ইলাস্ট্রেটেড উইকলী অফ ইন্ডিয়া নামক সাপ্তাহিকী থেকে গ্রহণ করা

হয়েছে। এ সকল উদ্ধৃতিকে পর্যবেক্ষণ[৮] করলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় জাতিয়তাবাদী মুসলমানদের প্রতি জাতিয়তাবাদী হিন্দুরা কতখানি সংকীর্ণমনা ছিলেন এবং তাঁরা মুসলমানদের ভারতে ক্ষমতাবান হওয়াকে পছন্দ করতে না। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিম্নোক্ত কথাগুলোতে গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন:

"যখন ডঃ জাকের হোসেইনকে ভারতের রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী হিসেবে আমাদের দলের পক্ষ থেকে মনোনয়ন দেয়া হলো, তখন আমাদের কংগ্রেসের বহু হিন্দু নেতা ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে একজন মুসলমানকে দেখতে পছন্দ করলেন না। আমি ভারতীয় সংসদের সদস্যবর্গ, প্রাদেশিক এসেম্বলীর সদস্যবর্গ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি। তাঁদের সবাই এই দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে একগুঁয়ে ছিলেন যে, ডঃ জাকের হোসেইনের একমাত্র ত্রুটি হলো তিনি একজন মুসলমান।" (দৈনিক জং, করাচী, ২৯ শে নভেম্বর ১৯৮০ ইং, পৃষ্ঠা-১২, কলাম ৬ এবং ৭, নভেম্বর ১৯৮০'এর ইলাসট্রেটেড উইকলী অফ ইন্ডিয়া পত্রিকা হতে উদ্ধৃত)

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে এ কথা পরিস্ফুট হয় যে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ)'এর শঙ্কা সঠিক ছিল। বস্তুতঃ যাঁরা ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ)'কে বৃটিশের দালাল বলে দোষারোপ করেন তাঁরা জাতিয়তাবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং এক জাতি তত্ত্বের সমর্থক। তাঁদের মতানুযায়ী দেশীয় মূর্তিপূজকদের শাসন বিদেশী খ্রীষ্টান মুশরিক (বৃটিশ)'দের শাসন অপেক্ষা শ্রেয়। কিন্তু দ্বীন ইসলামে দেশীয় ও বিদেশীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দেশীয় মূর্তিপূজারী কিংবা বিদেশী মূর্তিপূজারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিতে একই। জাতিয়তাবাদী মানসিকতাকে প্রতিহত করতে গিয়ে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) দ্বীন ইসলামের সর্বজনীনতাকে প্রচার-প্রসার করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী সচেতনতা জাগ্রত করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে ইসলামী ঐক্য

[৮] লক্ষণীয় যে, খেলাফত আন্দোলনের সময় গান্ধীজি ইসলামী খেলাফতের গুণকীর্তন করলেও পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানবৃন্দ যখন তাঁদের রাজনৈতিক অধিকারের দাবি উত্থাপন করেন, তখন তিনি এর তীব্র বিরোধিতা করেন। এ ঘটনা থেকেই হিন্দু নেতৃবৃন্দের মনোভাব সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। -(অধ্যাপক মাসউদ আহমদ)

সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে শাসন হবে দ্বীন ইসলামের, নতুবা দেশীয় ও বিদেশী শাসন দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিতে একই হবে। আর সেই সকল মূর্তিপূজারী হলো সর্বনিকৃষ্ট যারা মুসলমান হওয়ার কারণেই মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে এবং এই নিধনযজ্ঞ অব্যাহত রেখেছে। (ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের সময় এবং তাঁর পূর্বে ও পরে ভারতে বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর হতে অদ্যাবধি পাঁচ হাজার হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা ভারতে সংঘটিত হয়েছে, যা প্রখ্যাত হিন্দুস্থানী সাংবাদিক শ্রী কুলদীপ নাইয়ারের সংগৃহীত হিসেব থেকে জানা যায়। ১৯৬৮ সালেই ৩৪৮টি দাঙ্গা হয়েছিল। দৈনিক জং ২৫ শে নভেম্বর ১৯৮০, পৃষ্ঠা-২, ৭ম কলাম দ্রষ্টব্য। আর ১৯৮০ সালে মুরাদাবাদ, এলাহাবাদ, আলীগড় প্রভৃতি স্থানে যা ঘটেছে তা তো সাম্প্রতিককালের ঘটনা। সংক্ষেপে, বিভক্তির পরে ভারতে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। –অধ্যাপক মাসউদ মাহমদ)

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:)'এর প্রতি বিরোধিতা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। ইংরেজী ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদক প্রখ্যাত ধর্মান্তরিত মুসলিম জনাব মারমাডিউক এম, পিকথল যিনি সিন্ধু খেলাফত কমিটির সভাপতি ছিলেন, তিনি ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় করাচীতে এক সভায় বলেন: "আমি এমন কিছু বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে জেনেছি যাঁরা হিন্দুদের আধিপত্যকে মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করেন। মুহাম্মদ আফজাল ইকবাল প্রণীত Life and Time of Muhammad Iqbal, লাহোর, পৃষ্ঠা-২২০)

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) অসহযোগ আন্দোলন হতে তাঁর অসম্পৃক্ত থাকার কারণগুলো তাঁরই বহু লেখনীতে উল্লেখ করেছেন এবং ওই আন্দোলন সম্পর্কে বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত গ্রন্থখানা উল্লেখযোগ্য আল মোহাজ্জাহ আল মো'তামিনা ফি আয়াতিল মোমতাহিনা। গ্রন্থের এক স্থানে বৃটিশের প্রতি স্যার সৈয়দ খানের দুর্বলতার সাথে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবক্তাদের হিন্দুপ্রীতির তুলনা করে ইমাম সাহেব লিখেছেন:

"আল্লাহর ওয়াস্তে ইনসাফ করুন। সেই দাসত্ব তো ছিল অর্ধ দাসত্ব! স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন তাঁর ধর্মীয় বিষয়াদিতে কোনো খ্রীষ্টান বিশপকে পরামর্শক হিসেবে গ্রহণ করেননি।[৯] তিনি কুরআনের আয়াত কিংবা নবী (দ:)'এর সুন্নাহকে কোনো গীর্জার বেদীতে উৎসর্গ করেননি।[১০] কোনো পাদ্রী পুরোহিতকেও তিনি মসজিদে খুতবা পাঠকারী বানাননি।[১১] তিনি খ্রীষ্টবাদের সন্তুষ্টির সাথে খোদা তালার রেযামন্দিকে সংমিশ্রিতও করেননি।[১২] কোনো খ্রীষ্টান পুরোহিতকে তিনি নবী (আ:)-এর মর্যাদাও দেন নি।[১৩] আর এখন মূর্তি পূজকদেরকে সম্পূর্ণভাবে মান্য করা হচ্ছে। তাদেরকে ভালোবাসা হচ্ছে এবং তারও অধিক করা হচ্ছে"।[১৪]

শ্রী মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতি মুসলমানদেরকে এমনই জাদু করেছিল যে তাঁরা তাঁকে আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে গ্রহণ করার উদ্যোগ নেন। এ প্রসঙ্গে মি: এম, পিকথলের নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ যা তিনি ১৯২১ সালে করেছিলেন তা উদ্ধৃত করা যথাবিহিত হবে: "কিন্তু আমি মনে করি যে একজন উচ্চ মার্গের হিন্দু সাধুও একজন অধঃপতিত পাপী মুসলমানের চেয়ে ভালো, কেননা উচ্চ মার্গের জন্য একটাই নিয়ম যা একজন মুসলমান, হিন্দু, খ্রীষ্টান বা ইহুদীর ক্ষেত্রে একই। এটা হলো কুরআনে প্রকাশিত খোদা তা'লার আইন।" (আফজাল ইকবাল প্রণীত Life and Time of Muhammad Iqbal পৃষ্ঠা-২২০)

---

[৯] এখানে মওলানা আব্দুল বারী ফিরাংগী মহলীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যিনি গান্ধীর নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে নেতা বানিয়েছিলেন। খাজা হাসান নিযামী কৃত মহাত্মা গান্ধী কা ফায়সালা, দিল্লী ১৯২০ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

[১০] এখানে আবারো মাওলানা ফিরাংগী মহলীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যিনি গান্ধীর উদ্দেশ্যে ২টি ফারসী ছত্র লিখে ছিলেন- "কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি নিবেদিত জীবনকে একজন মুশরিকের কদমে কোরবানি করা হয়েছে"। (ওই)

[১১] মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহার দিল্লীর জামে মসজিদের মিম্বরে শারধানন্দকে বসিয়ে তাঁকে দিয়ে একটি ভাষণ দান করিয়েছিলেন। (আবদুল ওয়াহীদ খাঁন কৃত মুসলমানো কা ইসার আওর জঙ্গে আযাদী, পৃষ্ঠা-১৪৩ দ্রষ্টব্য)

[১২] মাওলানা শওকত আলী হিন্দুদের সম্মতিকে খোদা তা'লার সম্মতি বলে ঘোষণা করেন। (মুহাম্মদ জামিল কৃত তাহকিকাতে কাদেরীয়া, বেরেলী)

[১৩] ইসহাক আলী জাফর-উল-মুলক এ কথা গান্ধীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। (পায়সা আখবার, লাহোর, নভেম্বর ১৮, ১৯২০ ইং)

[১৪] ইমাম আহমদ রেযা খাঁন প্রণীত আল মোহাজ্জাহ্ আল্ মোতামিনাহ্ ফি আয়াতিল্ মোমতাহিনা, রেফারেন্স: রাসাইল-ই-রাযাভীয়্যা ২য় খণ্ড, লাহোর ১৯৭৬ ইং, পৃষ্ঠা-৯৪।

সম্ভবতঃ পিকথল পবিত্র কুরআন মজীদের একটি আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করছিলেন যা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর প্রণীত তারজুমানুল কুরআন ১ম খণ্ডে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছিলেন; এর সারমর্ম হলো- "একজন ব্যক্তি যে কোনো ধর্মের অনুসারী হতে পারে, কিন্তু সে যদি খোদায় বিশ্বাসী হয়, তাহলে শেষ বিচার দিবসে নাজাত তার প্রাপ্য।" রেসালাহ ঈমান, পট্টী, এপ্রিল ১৫, ১৯৪০ ইং সংখ্যা)

শ্রী গান্ধী এই তাফসীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তিনি শেষ বিচার দিবসে নাজাতের হকদার একজন বান্দা হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করতে শুরু করেন। তাই তিনি গুজরাটী ভাষায় তাফসীরের মধ্যে তাঁর অংশটুকু ছেপে প্রচার করে দেন। শ্রী গান্ধী নিজেই জামেয়া মিল্লিয়া দিল্লীতে এ ঘটনা প্রকাশ করেছেন। (প্রাগুক্ত রেসালাহ ঈমান)

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন এ ধরনের হিন্দু মুসলিম ঐক্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন-যে ঐক্য দ্বারা একজন মুশরিককে মুসলিম উলামাদের হাতে একজন দরবেশের উচ্চপদে আসীন করা হয়েছিল এবং যার দরুন মুসলিম জাতি ও উলামাবৃন্দ তাঁর নেতৃত্বকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন। বস্তুতঃ তাঁরা তাঁর নেতৃত্বে গর্ববোধ করতেন এবং ইতিহাসের বইপত্রে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছিলেন।

হিন্দুদের সাথে সহযোগিতার এই ছিল কলঙ্ক যা ইমাম আহমদ রেযা খাঁন তুলে ধরেছিলেন। এর প্রতিশোধ বুদ্ধিজীবী পর্যায়ে না নেয়া হলেও রাজনৈতিক পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছিল। ইমাম সাহেবকে বৃটিশের দালাল বলে অপপ্রচার চালানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল, যাতে করে তাঁদের নিজেদের দোষত্রুটিগুলোই রেযা বিরোধী হৈচৈর মাঝে ধামাচাপা পড়ে যায়। অতঃপর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। কিন্তু যখন হৈচৈ থেমে গিয়েছে এবং স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে, তখন সত্যকে তার আসল রূপে দেখা যাচ্ছে। আর মিথ্যাকেও তার কদর্যরূপে দেখা যাচ্ছে। অনন্তকাল সব কিছুকে অন্ধকারে লুকিয়ে রাখা যায় না। সমস্ত প্রচেষ্টাই পণ্ডশ্রম হয়েছে এবং এর থেকে সন্তাপ ছাড়া কিছুই বেরিয়ে আসে নি।

অ-সহযোগ আন্দোলনের সময় ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের প্রতি যে সকল অপবাদ দেয়া হয় তা মাসিক সাওয়াদুল আ'যম পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপঃ

১। নাইনিটালে লেফটেনেন্ট গভর্নারের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
২। সরকারের পক্ষে একটি ফতোয়া লিখেন যার উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ শাসকদেরকে খুশি করা।
৩। সরকার থেকে ভাতা পেতেন। (প্রাগুক্ত রেসালাহ ঈমান দ্রষ্টব্য)

জবাব ও জবাবের সমর্থন

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) এ সকল অপবাদের প্রতি শুধু একটাই জবাব দিয়েছেন যা অকাট্য। তিনি বলেন: "আমি তাদের অভিযোগ গুলোর প্রতি এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ উত্তর দিতে পারছি না- আল্লাহ তা'লা মিথ্যুকদের ওপর লা'নত বর্ষণ করুন। আল্লাহ তা'লা, তাঁর প্রিয়তম রাসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং হুজুরে পাকের পুণ্যবান আশেকবৃন্দ যেন তাঁদের লা'নত দ্বারা ওই ধরনের মন্দকর্ম সংঘটনকারীদের ধ্বংস করে দেন।" (মাসিক আল সাওয়াদুল আ'যম, ১৯২১ ইং, পৃষ্ঠা-৩০)

এ স্পষ্ট ব্যাখ্যা সত্ত্বেও কিছু লোক সন্তুষ্ট হবেননা। ওই ধরনের ব্যক্তিবর্গের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এমনই একজন ব্যক্তিত্বের প্রামাণ্য দলিল পেশ করা হলো যিনি অ-সহযোগ আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। যথা-মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ জাফর শাহ ফুলওয়ারী। তিনি কী বলছেন তা শুনুন:

"অ-সহযোগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেবের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। অ-সহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এ মর্মে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলেন যে, ইমাম সাহেব বৃটিশ সরকারের একজন ভাড়াটে দালাল এবং তাঁকে অ-সহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্যই ভাড়া করা হয়েছে। একজন নিরীহ মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এ ধরনের কৌশলপূর্ণ শব্দচয়ন করা হয়ে থাকে। আমার জীবনে এ রকম হীন তৎপরতা আমি বহুবার দেখেছি। ওই ধরনের কূটচাল সত্য না হতে পারে, কিন্তু মানুষেরা ওর সত্যতা যাচাই করতে ব্যর্থ হয়ে প্রমাণাদি না তলব করেই ওতে বিশ্বাস করে বসে। এ ক্ষেত্রে

একটি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য আছে যা ব্যক্ত করেঃ চিলে কান নিয়ে গেছে, তাই চিলের পিছু ধাওয়া করা চাই।

"অ-সহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ে মানুষেরা খবরের সত্যতা যাচাইয়ের তোয়াক্কা করে নি। তাই এ ধরনের খবরের সত্যতা যাচাইয়ের তাকিদ কেউই অনুভব করে নি। কিন্তু যখন বিচারবুদ্ধি সম্বিৎ ফিরে পেল, তখন ধর্মীয় একগুঁয়েমি ও সংকীর্ণতা দূরীভূত হলো।" (মুরীদ আহমদ চিশতী কৃত খায়াবানে রেযা, লাহোর)

অনুরূপভাবে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের জনৈক সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব এবং ঘটনা প্রবাহের একজন প্রত্যক্ষদর্শী সৈয়দ আলতাফ আলী বেরেলবী লিখেছেনঃ

"রাজনৈতিকভাবে বলতে গেলে হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খাঁন বাস্তবিকই একজন স্বাধীনতাপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে তিনি বৃটিশ ও তাঁদের শাসনকে ঘৃণা করতেন। তিনি কিংবা তাঁর দুই পুত্র মাওলানা হামেদ রেযা খাঁন ও মোস্তফা রেযা খাঁন কখনোই শামসুল উলামা (উলামাদের সূর্য) জাতীয় খেতাব অর্জনের চিন্তাও করেননি। ভারতের শাসকবর্গ, সরকারী কর্মকর্তা কিংবা প্রাদেশিক অমাত্যবর্গের সাথেও তাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।" (দৈনিক জং, করাচী, ২৫ শে জানুয়ারী ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৬, কলাম ৪ এবং ৫)

তথ্যাবলী ও সাক্ষ্যসমূহ

উপরোক্ত প্রমাণাদি ও তথ্যাবলীর আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বৃটিশরা কখনোই ইমাম আহমদ রেযা খাঁনকে দাওয়াত করেন নি, যেমনিভাবে তারা দাওয়াত করেছিলেন মওলভী সৈয়দ আহমদ বেরেলভীকে। (মুহাম্মদ আলী প্রণীত মাখযানে আহমদী, মুফিদে আম, আগ্রা কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৬৭)

আর,

বৃটিশরা কখনোই ইমাম আহমদ রেযা খাঁনকে সাহায্য করেন নি, যেমনিভাবে তাঁরা সাহায্য করেছিলেন মওলভী সৈয়দ আহমদ

বেরেলভীকে। (হুসেইন আহমদ মাদানী কৃত নকশে হায়াত, দিল্লী ১৯৫৪, পৃষ্ঠা-১২/১৩)

আর,

বৃটিশদের সম্পর্কে ইমাম রেযা খাঁন মওলভী ইসমাইল দেহেলভীর মত এ কথাও বলেন নি "আমরা বৃটিশ শাসনে সকল স্বাধীনতা ভোগ করছি। যদি কোনো বহিঃশত্রু তাঁদেরকে আক্রমণ করে, তবে মুসলমানদের প্রতি সেই শত্রুর সাথে লড়াই করা এবং তাঁদের সরকারের প্রতিরক্ষা করা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে।" (মীর্জা হায়রাত দেলেভী প্রণীত হায়াতে তাইয়েবা, দিল্লী, পৃষ্ঠা-২৯৬)

আর,

হেজাযের রাজা আব্দুল আযীয ইবনে সৌদ বৃটিশের সাথে চুক্তি করার পর বৃটিশরা তার মত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সম্পর্কে এ কথাও বলেন নি- "আবদুল আযীয বিন আবদ আল রাহমান বিন ফয়সাল আস সউদ তার পুত্র ও গোত্র সহকারে দীর্ঘদিন যাবৎ বৃটিশের সাথে একটি বন্ধুত্বের চুক্তি করতে চেয়েছিল।" (এ চুক্তিটি ১৮ই সফর ১৩৩৪ হিজরী মোতাবেক ২রা নভেম্বর ১৯১৫ সালে সম্পাদিত হয়। এতে বৃটিশের অধিস্বামিত্বকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। ভারতের ভাইসরয় মিঃ চেমসফর্ড ও আবদুল আযীয ইবনে সউদের স্বাক্ষর এতে রয়েছে। তথ্যসূত্রঃ সারগুযাশত-এ-হেজায, লক্ষ্ণৌ ১৩৪৫ হিজরী-১৯২৭ ইং, পৃষ্ঠা-৪২/৪৩)

আর,

বৃটিশরা আবদুল আযীয ইবনে সউদকে যেভাবে 'সিতারায়ে হিন্দ' খেতাব দান করেছিলেন, সেভাবে তাঁরা কখনোই ইমাম আহমদ রেযা খাঁনকে কোনো পদক দান করেন নি। (১৯১৬ ইং সালে বৃটিশ সরকার 'সিতারায়ে হিন্দ' খেতাবটি রাজা ইবনে সউদকে দান করেন। বৃটিশ সরকারের উপসাগরীয় প্রতিনিধি স্যার পারসি কক্স তাকে কুয়েতে এ পদকটি পরিয়ে দেন। সারগুযাশত-এ-হেজায গ্রন্থের মধ্যে এর ফটো ছাপা হয়েছে-১৮ পৃষ্ঠার উল্টো পৃষ্ঠায় দেখুন)

আর,

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব মওলভী নযীর আহমদের মত ১৯৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যও করেন নি অথবা কোনো ইংরেজ মহিলাকেও নিরাপত্তা প্রদান করেন নি।[১৫] - "সেটা ছিল একটা অভ্যুত্থান, বাহাদুর শাহ ছিলেন না। সেই বুড়ো বাহাদুর শাহ কী-বা করতে পারতেন? তাঁকে আমরাই পরামর্শ দিতাম। কিন্তু তিনি ছিলেন বিদ্রোহীদের হাতে একটি ক্রীড়নক। তিনি কিছুই করতে সক্ষম ছিলেন না।" (ফযল হোসাইন বিহারী কৃত আল হায়াত বাদাল মামাত, পৃষ্ঠা-১২৫)

আর,

মওলভী নাযির হুসেইনের মত ইমাম আহমদ রেযা খাঁনকে বৃটিশ কমিশনার কোনো সনদ দেন নি এ মর্মে-'মওলভী নাযির হুসেইন দিল্লীর একজন প্রখ্যাত আলেম যিনি সংকটময় মুহূর্তগুলোতে বৃটিশের প্রতি অনুগত ছিলেন।" (দিল্লীর কমিশনারের চিঠি, তাং-১০/৮/১৮৮৩ইং, তথ্যসূত্রঃ ফযল হুসেইন বিহারী কৃত আল হায়াত বাদাল মামাত করাচী ১৯৫৯ ইং, পৃষ্ঠা-১৪০)

আর,

স্যার সৈয়দ আহমদের মতো ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ঘোষণা করেন নি যে, বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অপরাধ। অথবা এ কথাও তিনি বলেন নি- "আমি নিজে একজন ওহাবী; ওহাবী হওয়া কোনো অপরাধ নয়, কিন্তু সরকারের অবাধ্য হওয়া একটি অপরাধ।" (আলতাফ আলী হুসেইন হালী রচিত হায়াতে জাওয়াইদ, ৫ম অধ্যায়, লাহোর, ১৯৬৫ ইং, পৃষ্ঠা-১৭৫)

আর,

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সম্পর্কে সে কথা বলেন নি যা স্যার সৈয়দ আহমদ ওহাবীদের সম্পর্কে বলেছেন:

১। "বিদ্রোহ (সিপাহী বিপ্লব) চলাকালীন সময়ে ওহাবীদের আনুগত্য ছিল দৃঢ় এবং তারা বৃটিশ সরকারের প্রতি চির অনুগত ছিল।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৭)

[১৫] ফযল হোসাইন বিহারী রচিত আল্ হায়াত বাদাল মামাত্, করাচী ১৩৭৯ হিজরী, পৃষ্ঠা-১২৭।

২। "বৃটিশ শাসনের অধীনে ওহাবীরা যে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে তা আর কোথাও নেই। তাদের জন্য ভারত হলো দারুল আমান (শান্তির দেশ)।" (মাকালাতে স্যার সৈয়দ, ৯ম খণ্ড, মজলিসে তরককীয়ে আদব, লাহোর, ১৯৬২ ইং, পৃষ্ঠা-২১২)

আর,

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) বৃটিশের আধিপত্যকে স্বীকার করে মওলভী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর মতো এ ধরনের তোষামোদপূর্ণ কথাও বলেননি-"আমি বাস্তবিকই সরকারের অনুগত থেকেছি। মিথ্যা অভিযোগ আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যদি আমি নিহতও হই, তবুও সরকারই সর্বেসর্বা। তার যা ইচ্ছা করতে সে সক্ষম।" (আশেক আলী মিরাটী কৃত তাযকিরাতুর রশীদ, ১ম খণ্ড, মাহবুব প্রেশ, দিল্লী, পৃষ্ঠা-৮০)

আর,

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব মওলভী শিবলী নোমানীর মতো ফতোওয়াও জারি করেন নি এ মর্মে-"বৃটিশের আনুগত্য করা মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাধ্যতামূলক।" মুহাম্মদ ইকরাম লিখিত শিবলীনামা পৃষ্ঠা-২৪৫ এবং সোলায়মান নদভী প্রণীত হায়াতে শিবলী, আযমগড়, ১৯৪৩ ইং, পৃষ্ঠা-৬৩৪)

আর,

নদওয়াতুল উলামার মতো ইমাম আহমদ রেযা খাঁন কোনো বৃটিশ কর্তা ব্যক্তি দ্বারা তাঁর মাদ্রাসাহ দারুল উলুম মানযারে ইসলামের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করান নি। (মুহাম্মদ ইকরাম প্রণীত শিবলী নামা, পৃষ্ঠা-২৪৫ এবং সোলায়মান নদভী কৃত হায়াতে শিবলী, আ'যমগড় ১৯৪৩ ইং, পৃষ্ঠা-৪৮২)

আর,

নদওয়াতুল উলামার মত মানযারে ইসলামের জন্য কোনো দানও মঞ্জুর করা হয়নি। (মুহাম্মদ ইকরাম কৃত শিবলীনামা, পৃষ্ঠা-১৭৮ এবং সোলায়মান নদভী প্রণীত হায়াতে শিবলী, আ'যমগড় ১৯৪৩ ইং, পৃষ্ঠা-৬৩১/৩২)

আর,

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব ক্বারী মুহাম্মদ সোলায়মান মনসুরপূরীর মতো নিম্নোক্ত মন্তব্যও করেন নি-"আমি আশা করি যে, কোনো মুসলমানই আল্লাহ তা'লার হুকুমের আলোকে সরকারের অবাধ্য কিংবা বিরুদ্ধাচরণকারী হতে পারবেন না। কেননা তাঁরা (বৃটিশরা) অপবিত্র কাজ-কর্ম, অনৈতিক ক্রিয়া ও বিদ্রোহ নিষেধ করেন। মুসলমানদের উচিৎ চিরদিন এই আদেশ স্মরণ রাখা।" (ক্বারী মুহাম্মদ সোলায়মান মনসুরপুরীর সভাপতির ভাষণ, নিখিল ভারত আহলে হাদীস কনফারেন্স, আগ্রা ৩০/৩/১৯২৮ ইং)

আর,

মাদ্রাসায়ে দেওবন্দের মতো কোনো বৃটিশ সরকারী কর্মকর্তা মাদ্রাসায়ে মানযারে ইসলাম সম্পর্কে এ কথা বলেন নি-"এ মাদ্রাসা সরকারের বিরুদ্ধে নয়, বরং সরকারের অনুগত ও সাহায্যকারী।" (আখবারে আঞ্জুমান পাঞ্জাব, লাহোর, তাং-১৯/২/১৮৭৫ ইং)

আর,

কোনো বৃটিশ সরকারী কর্মকর্তা এ কথাও বলেন নি-"উত্তর প্রদেশের গভর্ণর স্যার উইলয়াম মুইর আজ অনুপস্থিত বলে আমি দুঃখিত। অত্যন্ত আনন্দ সহকারেই তিনি মাদ্রাসাটি পরিদর্শন করতেন এবং ছাত্রদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করতেন।" (মাসিক আল রশীদ পত্রিকা, দারুল উলুম দেওবন্দ নম্বর দ্রষ্টব্য, লাহোর, ফেব্রুয়ারী/মার্চ ১৯৭৬ ইং, পৃষ্ঠা-১৯৬)

আর,

দারুল উলুম দেওবন্দের মতো ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) কখনোই কোনো অমুসলিম নেতাকে তাঁর মাদ্রাসার একাডেমিক কিংবা ধর্মীয় সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য দাওয়াত করেন নি। তিনি মজলিসে উলামাকেও হেয় প্রতিপন্ন করেন নি কোনো অমুসলমানকে সভাপতি বানিয়ে। (দৈনিকং জং- ১৬/৩/৮০ ইং, পৃষ্ঠা-১২, কলাম-৮, প্রাগুক্ত, ২১/৩/৮০ ইং পৃষ্ঠা-১২, কলাম-৮, প্রাগুক্ত, ২৩/৩/৮০ ইং, পৃষ্ঠা-২, কলাম-৬, প্রাগুক্ত, ২০/৩/৮০ ইং, পৃষ্ঠা-১, কলাম-৩, প্রাগুক্ত, ২২/৩/৮০ ইং, পৃষ্ঠা-১, কলাম-৫ এবং ৬, প্রাগুক্ত, ৩/৪/৮০ ইং, পৃষ্ঠা-৪, কলাম-৭ এবং ৮)

আর,

ভূপালের নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁনের মতো ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব কখনোই এ কথা বলেন নি-"আমি ৩০ বছর যাবৎ ভূপালের বাসিন্দা। বৃটিশ সরকার সার্বিকভাবে এ রাজ্যের এবং বিশেষ করে দীনহীন সিদ্দিক আলী খাঁনের আনুগত্য ও শুভাকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করেছেন।" (সিদ্দিক হাসান খাঁন প্রণীত তরজুমানে ওয়াহহবীয়্যা, লাহোর, ১৩১৩ হিজরী, পৃষ্ঠা-৯ এবং ২৯)

আর,

নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁনের মতো ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে ইমাম সাহেব এ কথাও বলেন নি-"ভারতে সংঘটিত এই বিদ্রোহকে জেহাদ হিসেবে বর্ণনা করা হলো তাদেরই কাজ, যারা ইসলামকে বোঝে না এবং দেশে গণ্ডগোল-হট্টগোল বাধাতে চায়।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৬)

আর,

অ-সহযোগ আন্দোলনের নেতাদের মতো কখনোই ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব ভারতীয় মুসলমান সৈন্যদেরকে তুর্কী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করেন নি। অথবা তিনি মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহরের মতো নিজ পাপ স্বীকার করার কালে এ কথাও বলেন নি-"আমরা ১৫০০ কোটি রুপী যুদ্ধের জন্য দান করেছি এবং লক্ষ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেছি। আমরা আমাদের ঈমান বিক্রি করে দিয়েছি। মুসলমানগবৃন্দ তাঁদের ভ্রাতৃবৃন্দকে হত্যা করেছেন। কিন্তু এ বিশাল কোরবানির জন্য ক্ষতিপূরণ অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।" (১৯১৯ সালে অমৃতসরে নিখিল ভারত কংগ্রেস সেশনে মুহাম্মদ আলী জওহারের ভাষণ; তথ্যসূত্রঃ রইস আহমদ জাফরীর সংকলিত আওরাকে গুম গুশতা, লাহোর, ১৯৭৮ ইং, পৃষ্ঠা-১২০)

আর,

মওলভী আশরাফ আলী থানভীর মতো প্রকাশ্যে বৃটিশের পক্ষে এ রকম কোনো ফতোয়াও ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব দেন নি-"প্রাচীনকাল থেকেই খ্রীষ্টানদের আইন ও ধর্ম অন্য কোনো ধর্মের বিরোধিতার করে না

অথবা সমাজে আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপও করে না। তাই তাঁদের প্রজা হওয়া অনুমতিপ্রাপ্ত।" (১০ই সফর ১৩৪৯ হিজরী ১৯৩১; তথ্যসূত্রঃ রইস আহমদ জাফরী কৃত আওরাকে গুম গুশতা, পৃষ্ঠা-৩২৪)

আর,

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ)'এর কোনো শিষ্য তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলেন নি যা মাওলানা শাববীর আহমদ মওলভী থানভী সম্পর্কে বলেছেন-"হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছিলেন আমাদের পুণ্যবান আলেম ও বুযর্গ। কিছু মানুষ এমন কী তাঁকে বলতেও শুনেছেন যে তিনি সরকার থেকে মাসিক ৬০০ রুপী গ্রহণ করেছেন। একই সময়ে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, বৃটিশ সরকার তাঁকে কত টাকা ভাতা দিতেন তা তিনি জানতেন না।" (মুহাম্মদ যাকী দেওবন্দী কৃত মোকালমাতুল সাদরাইন, ২৭ শে যেলহজ্জ ১৩৬৪ হিজরী, দারুল ইশা'আত দেওবন্দ)

আর,

ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের কোনো শিষ্য তাঁর সম্পর্কে এ কথা বলেন নি যা মাওলানা হাফিজুর রহমান সিওহারভী তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইরিয়াস মেওয়াটী সম্পর্কে বলেছেন-"মাওলানা ইলিয়াসের তাবলীগী আন্দোলন হাজী রশীদ আহমেদের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতো। পরবর্তীকালে এটা বন্ধ হয়ে যায়।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮)

এটা বাস্তব ঘটনা যে, সময়ের চড়াই-উৎরাইয়ে উপরোল্লিখিত কর্তা-ব্যক্তিদের কেউ কেউ বৃটিশের বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের রাজনীতি সব সময়ই বৃটিশের পক্ষে ছিল। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের রাজনীতির সমস্ত দিকই নির্মল ছিল। এটা ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণসমর্থিত এবং সেই মোতাবেক এর স্বীকৃতি হওয়া উচিৎ। যারা জীবনের কোনো না কোনো সময় বৃটিশের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁদের গুণগ্রাহী থেকে গিয়েছিলেন, তাঁদেরকেও বৃটিশ দালাল বলে প্রদর্শন করা হচ্ছে না। এমতাবস্থায় ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব এই গৌরবের আরো অনেক বেশি হকদার। তাঁর পবিত্র জীবন বৃটিশের দালাল

হওয়ার অভিযোগ থেকে এত মুক্ত ছিল যে এর অস্বীকার করার দরকারই পড়ে না। যা এখানে দরকার তা হলো ইতিহাসকে তার সঠিক রূপে লিপিবদ্ধ করা।

বস্তুতঃ ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) প্রত্যেক ভ্রান্ত দল-উপদল যথা-মুশরিক, মূর্তিপূজক, ইংরেজ, ইহুদী, শিয়া, কাদিয়ানী ইত্যাদিকে ইসলামের শত্রু বিবেচনা করতেন। তাঁর বেসালের মাত্র এক মাস আগে তিনি দুইটি পংক্তি আবৃত্তি করেছিলেন; তা তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভাত করে,

"আল্লাহতে অবিশ্বাসী ব্যক্তি কিংবা সম্প্রদায়,
হোক মুরতাদ কিংবা মূর্তিপূজক বা খ্রীষ্টান,
অথবা হোক ইহুদী বা অগ্নি উপাসক,
আমাদের শত্রু নিশ্চয়।"

(মুহাম্মদ মোস্তফা রেযা কৃত আততারীউদদারী, ২য় খণ্ড, বেরেলী ১৯২১ ইং, পৃষ্ঠা-৯৯)

পাকিস্তান সরকারের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ আলী খাঁন হোটী উপরোক্ত সত্যকে বর্ণনা করেছেন এভাবে-"ফাযেলে বেরেলভী মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি বিষয়ের ওপর সর্বমোট প্রায় ১০০০ টি কেতাব রচনা করেছিলেন। তিনি মুসলমান সমাজকে এই বাণী-ই শুনিয়েছিলেন যে, আমাদেরকে সকল প্রকার অধার্মিকতা বর্জন করতে হবে। বৃটিশের সাথে অ-সহযোগের যে গুরুত্ব ছিল তার চেয়েও বেশি গুরুত্বহ ছিল হিন্দুদের সাথে অ-সহযোগ। কেননা হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের সাথী কিংবা সহানুভূতিশীল হতে পারেন নি।" (ইয়াত্তমে রেযা তথা রেযা দিবস উপলক্ষে ভাষণ, রাওয়ালপিন্ডি, জানুয়ারী ১৭, ১৯৮০ ইং, তথ্যসূত্রঃ "উফাক' পত্রিকা, করাচী, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ইং, পৃষ্ঠা-২৮)

আমাদের সমাজের কতিপয় ইতিহাসবিদ ও গবেষক যারা পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারণার ফাঁদে পড়ে গিয়েছেন, তাঁদের উচিৎ নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি উপরোক্ত তথ্যাবলীর আলোকে পরিশুদ্ধ করা এবং ইতিহাসের যথাযথ উপস্থাপন দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। যা করা হয়েছে তা ভুলে যাওয়া উচিৎ। এখন একটা সত্যনিষ্ঠ প্রয়াস প্রয়োজন, যাতে সঠিক ইতিহাসকে পুনরায় লেখা যায়, যা ডঃ ইশতিয়াক হোসেইন

কোরেশীর মতানুযায়ী পক্ষপাতদুষ্টভাবে লেখা হয়েছিল। ডঃকোরেশী বলেনঃ "যখন আমি উলামায়ে আহলে সুন্নাতের বিষয়ের ওপর গবেষণা চালাচ্ছিলাম, তখন আমি অনুভব করেছি জেহাদ আন্দোলনের ওপর লিখিত সমস্ত কিছুই পক্ষপাতদুষ্ট।" (রেযা দিবসে মজলিসে মোযাকারে ভাষণ, করাচী, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ ইং)

একটি পংক্তিঃ

"রাতের আকাশে বিষাদময় তারকাদের সমাবেশ,
আলোকময় সূর্যোদয়ে কেটে যাবে ওর রেশ।"

৩য় সংস্করণের সাথে সংযুক্ত অংশ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

(ক)

এ গ্রন্থখানা (গুনাহে বে-গুনাহীঃ বাংলা নাম- ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের প্রতি অপবাদের জবাব) ১৯৮১ সালে ভারতের মোবারকপুরস্থ আল মজমাউল ইসলামী কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। প্রচার সংখ্যা ছিল ২০০০ কপি। অতঃপর পাকিস্তানে প্রথম বারের মতো মারকাযে মজলিসে রেযা কর্তৃক এর আরো ২০০০ কপি ছাপা হয় ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ সালে। এ সংস্করণটি ২ মাসের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। মারকাযে মজলিসে রেযা সংস্থাটি নিজস্ব ২য় সংস্করণে আরো ২০০০ কপি ছাপে, তবে এ সংস্করণও কয়েক মাসের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এখন ৩য় সংস্করণ ও সংযুক্ত অংশ পাঠকের সামনে পেশ করা হলো।

এ প্রকাশনার পরপরই দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিকবৃন্দ এটাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এখানে সেই সকল মতামতের কয়েকটি বিধৃত হয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে, জ্ঞান ও দূরদর্শিতাসম্পন্ন সকল মানুষই এটাকে বুঝেছেন, বরণ করে নিয়েছেন এবং এর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

১। ডঃ পীর মুহাম্মদ হাসান, পাকিস্তান ভাওয়ালপুর ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী সাহিত্যের প্রাক্তণ অধ্যাপক, বলেন-"একটি চমৎকার বই এবং ডঃ মাউসদ আহমদ সাহেব তা যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন।" (মওলভী মুহাম্মদ মুরীদ আহমদ চিশতীর নামে ৪ঠা মার্চ ১৯৮২ তারিখের পত্র)

২। অধ্যাপক আবরার হুসেইন, আল্লামা ইকবাল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান। তিনি বলেন-"পুস্তকখানা অকাট্য যুক্তিতে

পরিপূর্ণ। আপত্তি উত্থাপনের কোনো অবকাশই নেই। (ডঃ মাসউদ আহমদকে প্রেরিত ২২/০৩/১৯৮২ ইং পত্র)

৩। অধ্যাপক এম, এসহাক কোরেশী, গভর্মেন্ট কলেজ, ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান, বলেন-"আমি আপনার পুস্তকখানা লাহোরস্থ মজলিসে রেযা থেকে সংগ্রহ করেছি। আমি এটা পড়েছি এবং উপভোগ করেছি। আল্লাহতা'য়ালার কৃপায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সন্তোষজনক আলোচনা করা হয়েছে। আপনার লেখনীর ধারা অত্যন্ত ভালো। বিষয়টির সকল দিকই আলোকপাত করা হয়েছে।" (ডঃ মাসউদ আহমদকে প্রেরিত ২৪/০৩/৮২ তারিখের চিঠি)

৪। দৈনিক জং করাচী, এপ্রিল ১৬, ১৯৮২ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৭, লিখেছেঃ "স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ বইটিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।"

৫। মাসিক আল আশরাফ, করাচী, সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৪৫ লিখেছে-"প্রতিপক্ষের যদি সত্য ও যুক্তিকে বরণ করে নেয়ার গুণাবলী থেকে থাকে, তবে তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে বাধ্য হবেন এ বইটি পাঠ করে।"

ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের প্রতিপক্ষের কিছু ব্যক্তি বিচার-বিবেচনাশীল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ধরনের একজন বিবেচনাশীল ব্যক্তি যিনি অবসরপ্রাপ্ত স্কুল হেড মাস্টার তিনি যখন এ বইটি পড়লেন, তখন তিনি বল্লেন : "মওলানা আহমদ রেযা খাঁনের বিরুদ্ধে আমার মনে যা পক্ষপাত ছিল তা অপসারিত হয়েছে।" কিন্তু আরো কিছু লোক আছে যারা সূর্যের কিরণ সত্ত্বেও সূর্যকে অস্বীকার করে থাকে। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে জনৈক অধ্যাপক নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন-"কেন মানুষ এত সংকীর্ণমনা যে সত্যকে সে প্রত্যাখ্যান কিংবা অবজ্ঞা করে? এ আচরণ আজকাল সার্বিক। একবার যা শোনে তাই সে আঁকড়ে ধরে থাকে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো এই যে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ)

সম্পর্কে বহু মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। তারা শোনা কথাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিচ্ছে এবং সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। এটা সত্যি অবোধগম্য।" (ডঃ মাসউদ আহমদকে প্রেরিত ২৪/৩/৮২ ইং তারিখের পত্র)

সারা বিশ্বে এটাই হলো সত্য ও ন্যায় প্রেমিকদের কণ্ঠস্বর। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা সত্য দর্শন করতে পারছেন না দেখে সকলে বিস্মিত। কিন্তু আসলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বর্তমান যুগের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হলো প্রপাগাণ্ডা। শিক্ষা, জ্ঞান, দর্শন ও যুক্তি সবই এর গোলাম। এই অস্ত্রই ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। একটা দলিলিক প্রমাণও এ ক্ষেত্রে মজুদ আছে যা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের বেসালের ছয় দিন পরে, অর্থাৎ ৩রা নভেম্বর ১৯২১ ইং সালে লাহোরের বিখ্যাত দৈনিক 'পয়সা' পত্রিকা একটা শোক জ্ঞাপক সম্পাদকীয় চেপেছিল। এর কপি আমাকে সরবরাহ করেছেন লাহোরস্থ কেন্দ্রীয় মজলিসে রেযা সংস্থার সেক্রেটারী জনাব জহুরউদ্দীন খাঁন সাহেব। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল যে, যারা হিন্দুদের সাথে বন্ধুত্ব ও বৃটিশের সাথে অ-সহযোগিতা করতেন, তারা ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ ছিল। তারা তাঁকে এড়িয়ে চলতে এবং হেয় প্রতিপন্ন করতে কোনো প্রচেষ্টা বাকি রাখে নি। এ সত্ত্বেও ইমাম সাহেব তাঁর অবস্থানে অবিচল ও অটল থাকেন। (পয়সা আখবার, লাহোর, তাং-০৩/১১/১৯২১ ইং)

১৯২১ ইং সালে আরম্ভকৃত বৈরী প্রপাগাণ্ডা ৬০/৭০ (বর্তমানে প্রায় ১০০) বছরের পরিক্রমণের পরও অদ্যাবধি চলছে। কতিপয় বুদ্ধিজীবী বাস্তবতাকে অবজ্ঞা করে এবং শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে অপমান করে এতে অংশগ্রহণ করছেন। জনৈক শিক্ষিত অধ্যাপক তাঁর ক্লাসে ছাত্রদের যা বলেছেন তা তাঁর জনৈক ছাত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

"অধ্যাপক সাহেব ঘোষণা করেন যে আ'লা হযরত ছিলেন দেওবন্দের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত বৃটিশেরই একজন ক্রীড়নক এবং তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্থরাজি নিছক ভাঁওতাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। বৃটিশরা অন্যান্য মানুষদের দ্বারা ওই সকল পুস্তক লিখিয়ে আ'লা হযরতের নামে ছেপে দিয়েছিল।" (ডঃ মাসউদ আহমদকে লিখিত জনৈক ছাত্রের পত্র, তাং ১০/০৪/১৯৮২ ইং)

সত্য গোপন করার ও মিথ্যার বেসাতির এটা হলো সর্বনিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তরুণ প্রজন্মকে পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত যা তাঁদের মান-মর্যাদার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ছিলেন তাঁর সময়কার আলোক স্তম্ভ। পায়সা আখবারের সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছেন : "ভারতে ইসলামী বিষয়াবলীর তথা নিয়ম-কানুনের তিনিই ছিলেন আলোক স্তম্ভ।" (পায়সা আখবার, লাহোর, তাং-০৩/১১/১৯২১ ইং)

এটা কোনো ভক্তের কণ্ঠস্বর নয়, বরং একজন নিরপেক্ষ সাংবাদিকের কণ্ঠস্বর। এ কণ্ঠস্বর বেরেলী থেকে নির্গত নয়, বরং লাহোর থেকে নির্গত। এটা শ্রুত হওয়ার হকদার। সত্য বটে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ছিলেন জ্ঞানের সূর্য যা কাছে এবং দূরের স্থানে একইভাবে আলোক বিচ্ছুরণ করেছিল। ধীরে ধীরে অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। আরব ও আজমের উলামা ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দ এটা স্বীকার করেছেন। দৃষ্টিহীনতা সম্পর্কে কী বলা যায়! উদীয়মান সূর্য ও সূর্যালোককে অস্বীকার করা হচ্ছে। এ অস্বীকৃতির প্রক্রিয়াটি হয়তো সুদূর প্রসারিত। হয়তো মানুষের অবহেলার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের রূহ তাঁর আলোকরশ্মিগুলোকে (অর্থাৎ, ভক্তদেরকে) নিম্নোক্ত সংবাদ দিয়ে গিয়েছেন-

"আবার এসো এবং আমার দীপ্তিমান হৃদয়ে প্রবেশ করো,
বাগান, বনানী, দরজা ও দেয়ালগুলো চিরতরে ছাড়ো।"

অতঃপর সংবাদটি গ্রহণের পর-

"সূর্য আকাশের সকল প্রান্ত থেকে তাদের মস্তককে উত্থিত করে,
এবং পরিত্যক্ত পুত্রকে আলিঙ্গণ করতে এগিয়ে আসে।"

বস্তুতঃ অর্ধ শতাব্দীর সময়কালব্যাপী এই সূর্যটি আধুনিক বিশ্বের অন্তরালে ছিলেন। তাঁর কিরণ রশ্মিগুলোও (অর্থাৎ, ভক্তবৃন্দ) নিশ্চুপ থাকে। কিন্তু অবশেষে একটি নির্ভীক সূর্যরশ্মি এগিয়ে এসে বলতে চেয়েছে-

"আমায় প্রজ্জ্বলিত করতে দাও ততক্ষণ,
প্রাচ্যের প্রতিটি অণু পৃথিবীর জন্য একেকটি মশাল না হয় যতক্ষণ।"

(ডঃ মাসউদ নিজেকে বুঝিয়েছেন-অনুবাদক)

"হিন্দুস্তানের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে আমি প্রভা ছড়াবো নিরন্তর,
যতক্ষণ না জাগ্রত হয় ঘুমে অচেতন মানুষ ওর।"

ফলে পৃথিবী আবারো আলোকিত হয়েছে। সূর্য আবারো তার কিরণ বিচ্ছুরণ করছে। কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, দর্শন-ক্ষমতা যাঁদের মঞ্জুর হয়েছে, তাঁরা স্বীকার করছেন।

(খ)

কাহিনীর শুরু হয়েছিল জনৈক অধ্যাপককে নিয়ে যাঁর সম্পর্কে ভালোভাবেই বলা হয়েছিল যে তিনি শোনা কথায় বিশ্বাস করতে এতই ব্যস্ত যে নিজের জন্য সরেজমিনে তদন্ত করার ফুরসৎ তাঁর নেই। তিনি এমন এক শিক্ষিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের দৃষ্টিশক্তি নেই কিন্তু শ্রবণশক্তিই একমাত্র ভরসা। একমাত্র সত্যকে তার আসলরূপে দর্শন করার অক্ষমতা এবং শোনা কথায় বিশ্বাস করার দরুনই এই সকল ব্যক্তি ইমাম আহমদ রেযা খাঁনকে বৃটিশের দালাল বলে অপবাদ দেন। আমাদের এ গ্রন্থের মূল সুরই ছিল এ অপবাদটিকে খণ্ডন করা। বহু কথা এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, এক্ষণে ভিন্ন কিছু কথা বলা হবে। নিম্নোক্ত

তথ্যাবলি ও প্রমাণাদি আমাদের পুস্তকের প্রকাশনার পরে আমাদের গোচরিভূত হয়েছে।

(১)

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে বলেন, "আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, অনেক দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু আমি কাঠের স্লেটে একটি ইংরেজী অক্ষরও লিখি নি।" (ইমাম আহমদ রেযা কৃত মোসাফফির আল মাতালী, ১৩২৪ হিজরী, পৃষ্ঠা-১)

এ লেখনীটি প্রতিভাত করে যে ইমাম সাহেব ইংরেজ ও তাঁদের ভাষা উভয়কেই ঘৃণা করতেন। আমরা বৃটিশদের ভাষার প্রেমে বিভোর, অথচ এরপরও আমরা বৃটিশবিদ্বেষী ও ইসলামপ্রেমিক বলে নিজেদের দাবি করি।

(২)

ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব বলেন, "তোমাদের বিশ্বাস নষ্ট হয় কিংবা উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় এমন ভাষা ইংরেজী শিক্ষা নিষেধ।" (ইমাম আহমদ রেযা খাঁন প্রণীত ফতোয়ায়ে রেযাভীয়্যা, তানদা, ১৯৮১ ইং, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪)।

(৩)

ইমাম সাহেবকে জানানো হয় যে, জনৈক মওলভী সাহেব অহরহ একজন খৃষ্টান পুরোহিতের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি খৃষ্টানটির সাথে আহার গ্রহণ করেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অথচ পুরোহিতটি প্রিয় নবী (দ:) ও তাঁর সাহাবীদেরকে হেয় করে কথা বলেন। মওলভীকে পুরোহিতের সাথে সাক্ষাৎ করতে বারণ করা হয়েছে, কিন্তু মওলভী নিষেধাজ্ঞার দলীল দাবি করছেন। এ ধরনের মওলভী সম্পর্কে শরীয়তের সিদ্ধান্ত কী? ইমাম আহমদ রেযা খাঁন প্রশ্নের জবাবে বলেন: "যদি তিনি ঈমান সম্পর্কে জানতেন, তাহলে তিনি বুঝতেন যে কুরআন মজীদ এক্ষণে

তাঁকে খৃষ্টানদের পর্যায়ভুক্ত করছে।" (প্রাগুক্ত ফতোয়ায়ে রেযাভীয়া, পৃষ্ঠা-৪৫/৪৬)

একজন ইংরেজ পুরোহিত ধর্মীয় বিতর্ককালে মহানবী (দ:)'কে হেয় করে বক্তব্য রাখুক তা ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব বরদাশত করতে পারতেন না। তাই তিনি বলেছেন যে একজন মওলভী যদি ওই ধরনের কোনো পুরোহিতের সাথে ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা বজায় রাখে, তাহলে তার মুসলমানিত্ব রহিত হয়ে যাবে।

(৪)

কাদিয়ানী সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ:)'র জীবিত থাকার বিষয়টিতে বিশ্বাস করে না, যদিও বাকি সকল মুসলমানই ওতে বিশ্বাস করেন। কাদিয়ানীরা যে সুযোগ ও সুবিধা বৃটিশদের কাছে পেয়েছিল, তা সর্বজনবিদিত। যদি ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব বৃটিশের কাছ থেকে সুবিধাভোগী হতেন, তাহলে তিনি কাদিয়ানীদের প্রতি দয়াপরবশ হতেন; কিন্তু তিনি বৃটিশ কিংবা কাদিয়ানীদের প্রতি একটুও করুণা না করে হযরত ঈসা (আ:)'র জীবিত থাকার বিষয়টির ব্যাপারে একটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা করেন। এ পুস্তকটি তাঁর বেসালপ্রাপ্তির বছরেই রচিত হয়। সেই বছরটিতেই তাঁকে বৃটিশের দালাল বলে অপবাদ দেয়া হয়। পুস্তকটি বৃটিশ ও কাদিয়ানীদের মতবাদ খণ্ডন করেছে। প্রতিকূল সময়েও ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) দ্বীনকে অটুট রাখতে চেয়েছেন। তিনি দ্বীন ইসলামের একজন নির্ভীক হেফাযতকারী এবং এর জন্য সংগ্রামকারী ছিলেন।

(৫)

এ কথা বলা হয় যে, ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) বৃটিশের সাথে অ-সহযোগের বিরোধী ছিলেন। আসলে এটা সত্য নয়। তিনি সকল বে-দ্বীনের সাথেই সহযোগিতার বিরোধী ছিলেন এবং তিনি চৌদ্দ'শ হিজরীর খ্রীষ্টানদেরকে বে-দ্বীন বিবেচনা করতেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল অভিযোগের

উর্দ্ধে: "প্রত্যেক বে-দ্বীনের সাথে সহযোগিতাই নিষিদ্ধ" (প্রাগুক্ত: ফতোয়ায়ে রেযাভীয়া, পৃষ্ঠা-১২)। মানসিক কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক সামঞ্জস্যই প্রকৃত বন্ধুত্বের উৎস। যখন দুইটি দলের মধ্যে মৌলিক বিশ্বাস ভিন্ন হয়, তখন অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ওই ধরনের দুইটি দলের মধ্যে বন্ধুত্ব তখনই সম্ভব হবে, যখন একটি দল অপরের স্বার্থে নিজ বিশ্বাস কোরবানি করে। এ কারণেই অ-মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন শরীয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মৌলিক আকিদা বিশ্বাসকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও হেফাযত দিতে হবে। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস বিনষ্ট করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠ। ইসলাম ও মুসলমানদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষীকে বৃটিশের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে প্রচার করা হলো মানবেতিহাসে সর্বনিকৃষ্ট তথ্য বিকৃতি। এটা কঠোরভাবে নিন্দনীয়। (হায়াতে মওলানা আহমদ রেযা দ্রষ্টব্য)

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বৃটিশের দালাল ছিলেন না মর্মে প্রমাণ করতে গিয়ে আমরা এ বইখানায় এমন কিছু তথ্যের ওপর আলোকপাত করেছি, যা'তে প্রতিভাত হয়েছে যে ইমাম সাহেবের প্রতিপক্ষই বৃটিশের পক্ষে কোনো না কোনো সময় দালালি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আরেকটি প্রমাণ হাতে এসেছে।

মওলভী মুহাম্মদ হাসান দেওবন্দী ও মওলভী আশরাফ আলী থানভীর শিক্ষক এবং উপমহাদেশখ্যাত ব্যক্তিত্ব ক্বারী আবদুর রহামান আনসারী পানিপুতি সম্পর্কে ক্বারী এম, এ, হালীম একটি বই লিখেছেন। এ বইয়ের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লেখক ক্বারী সাহেবের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর পরহেযগারী, পরার্থপরতা ও আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য নিম্নোক্ত দুইটি ঘটনার বয়ান দিয়েছেন –

১। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে যখন বান্‌ডা (BANDA) এলাকার মানুষেরা বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখন ক্বারী সাহেব তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেন মানুষদেরকে বিদ্রোহ থেকে নিবৃত্ত করতে।

উলামামণ্ডলী জেহাদের পক্ষে একটি ফতোয়া ইতিপূর্বে জারি করেছিলেন। ক্বারী সাহেব লিখিত আকারে এবং ভাষণে তা খণ্ডন করে জনসাধারণকে বিদ্রোহের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞাত করেন। (এম, এ, হালীম আনসারী প্রণীত তাযকিরায়ে রহমানিয়্যা, পানিপথ, ১৯৩৮ ইং, পৃষ্ঠা-৬১/৬২)

২। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ চলাকালে যখন দুর্বৃত্তরা নিরীহ বৃটিশ নারী ও শিশুদের প্রতি জুলুম করার অপেচষ্টা করেছিল, তখন ক্বারী সাহেব এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে প্রকাশ্যে এই শয়তানী কর্মের নিন্দা জানিয়েছিলেন। বিদ্রোহ যখন তুঙ্গে, তখন পঁচাত্তর জন বৃটিশ নারী ও পুরুষ তাঁর কাছে আশ্রয়ের জন্যে আগমন করেন। ক্বারী সাহেব আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (দ:)'এর নির্দেশ মোতাবেক আল্লাহর খাতিরে এই সকল অসহায় বৃটিশ নারী পুরুষকে তাঁর মাদ্রাসায় আশ্রয় দেন এবং তাঁর ছাত্র ও কর্মচারীদেরকে আদেশ দেন যেন তারা বৃটিশ নারী পুরুষদেরকে রক্ষা করে এবং খাদ্য দান করে। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬২)

উপরোক্ত ঘটনাবলী ক্বারী সাহেবের মাহাত্ম্য, মানবিক সহানুভূতি ও পরার্থপরতা প্রতিভাত করে। এ রকম পরিষ্কার প্রমাণাদির আলোকে আমরা তাঁকে বৃটিশের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে দোষারোপ করতে পারি না। কিন্তু যদি ইমাম আহমদ রেযা খাঁনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো তথ্য পাওয়া যেতো, তাহলে তাঁকে নিষ্কৃতি দেয়া হতো না। আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ:) তাঁর প্রতি আরোপিত অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, কিন্তু বহু ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিও এ অভিযোগ থেকে মুক্ত নন। তাহলে কেন নির্মলকে ময়লা এবং প্রকৃতকে নকল বলে প্রচার করার এই চেষ্টা? আর কতদিন চলবে এই মিথ্যার বেসাতি এবং সত্য গোপনের অপপ্রয়াস? এখন সময় হয়েছে এই অধ্যায়ের ইতি টানার। এটা শিক্ষিতদের মুখে চুনকালি লেপন করেছে। বিষয়টি সমাজের কোনো একটি অংশকে ঘিরে ব্যাপৃত নয়। এটা সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। সত্যকে

সঠিকভাবে বিবৃত করতে হবে। জাতিসমূহ তাদের ভবিষ্যৎ এই ধরনের সত্যের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে তোলে। আমাদের হৃদয়সমূহ এবং দৃষ্টিক্ষমতা উভয়ই এই ধরনের সত্যের আকাঙ্ক্ষী। আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মাসমূহ এই ধরনের সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। ইতিহাসবিদের কলম সত্যকে তুলে ধরতে ইচ্ছুক। আমাদের হৃদয়ও এই সত্যকে সুস্বাগতম জানাতে দ্বার খুলে দিয়েছে:

"বিপদ বা ঝুঁকি যতই বড় হোক না,
আবশ্যক জিহবা ও হৃদয়ের পূর্ণ একাত্মতা,
এটাই এ জগতের সূচনালগ্ন থেকে তাপসবৃন্দের আজ্ঞা।"

-মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ
২রা রবিউস সানী ১৪০৩ হিজরী,
১৭ই জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং।

RE PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
REDUCED TO [20MB TO 5MB]
SunniPedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com

অনুবাদকের প্রকাশিত বইঃ

১. মীলাদুন্নবী (দঃ)'র প্রামাণ্য দলিল
২. মহানবী (দঃ) হাযের-নাযের
৩. কুরআন-হাদীসের আলোকে মহানবী (দঃ)'র অদৃশ্য জ্ঞান
৪. কুতুবে জমান কাজী আসাদ আলী (রহঃ)
৫. হযরত মওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম (রহঃ)
৬. নব্য ফিতনা সালাফিয়্যা
৭. ওহাবীদের প্রতি নসীহত
৮. তাসাউফ প্রবন্ধ সমগ্র
৯. মাযহাব অমান্যকারীদের খণ্ডন
১০. আহলে হাদীস মতবাদের খণ্ডন
১১. আহলে বায়ত (রাঃ) ও আসহাব (রাঃ)'বৃন্দের প্রতি ভক্তিতে মুক্তি
১২. ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)'র প্রতি অপবাদের জবাব
১৩. সেমা'
১৪. ওহাবীদের সংশয় নিরসন
১৫. বাইবেল, কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সালালাহু আলাইহে ওয়া সালাম)
১৬. বাইবেল কি খোদার বাণী?
১৭. ফীহি মা ফীহি

প্রকাশিতব্য বইঃ

১. রাসূলুলাহ (দঃ)'র নূর
২. মওলিদুন্নবী (দঃ)'র বৈধতা ও উদযাপন
৩. হুজাজে ক্বাতে'আ (অকাট্য প্রামাণ্য দলিল)
৪. ঈমান ও ইসলাম
৫. তাযকিয়ায়ে আহলে বায়ত (রাঃ)
৬. শায়খ সৈয়দ এ.জেড.এম. সেহাবউদ্দীন খালেদ (রহঃ)
৭. এহইয়াও উলূমিদ্দ্বীন (জজ মওলানা ফজলুল করীম অনূদিত)
৮. মসনবী শরীফ (মওলানা এ.বি.এম. আবদুল মান্নান ভাষান্তরিত)